বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ব্যবহারিক দক্ষতা-বিষয়ক

প্র শি ক্ষ ণ স হা য়ি কা

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর
ব্যবহারিক দক্ষতা-বিষয়ক
প্রশিক্ষণ সহায়িকা

প্রণয়নে

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর
ব্যবহারিক দক্ষতা-বিষয়ক
প্রশিক্ষণ সহায়িকা

পরিকল্পনা
ড. শামীম ইমাম

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
ওয়াসিউর রহমান তন্ময়

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মনন মোর্শেদ

প্রকাশক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল
মে, ২০১৩

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৭৫২০-৯

মুদ্রণ
অর্ক

স্বত্ব
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

প্রসঙ্গ কথা

প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কর্মরত সংগঠনগুলোকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, জনপ্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য।

মানুষের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জন এবং তাদের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা নিশ্চিত করতে এমজেএফ বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা। সংগঠনটি বিশ্বাস করে, তথ্য অধিকার অন্য সব অধিকারের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। তাই এ লক্ষ্যে সফল হওয়া একান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করে সংগঠনটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

এমজেএফ সরকার কর্তৃক গৃহীত তথ্য অধিকার আইন-২০০৯-কে একটি যুগান্তকারি অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করে। আমরা মনে করি, এই আইন দেশের সকল মানুষের জীবনমানে মৌলিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষত যারা বঞ্চিত ও অবহেলিত, তারা এ অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নায্য হিস্যা দাবি করে তা আদায় করতে পারে।

আমরা এও মনে করি, এই আইন শুধু একটি নির্দিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় নয়; বরং আইনটির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য, সরকারের উন্নয়ন চিন্তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব নিরসনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা সম্ভব। এছাড়া দীর্ঘদিনের চলে আসা গোপনীয়তার সংস্কৃতি এবং এর ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থা দূর করার মাধ্যমে নতুন উন্নয়ন ধারার সূচনা করতে পারে। সবদিক বিবেচনায় এটা বলা যায় যে, আমাদের সবার জন্য তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত ধারণা গ্রহণ করা খুব জরুরি। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তাই বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীদের এ বিষয়ে ধারণাগত সক্ষমতা এবং আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি সর্বাগ্রে বাস্তবায়নোর উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা মনে করি, এসব সংগঠনের কর্মীদের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে আইনটি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পৌছাবে এবং সংগঠনগুলোর উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীও এর মাধ্যমে উপকৃত হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য এমজেএফ বিভিন্ন সংগঠনকে সাথে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। সেই অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে আমরা একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুতের উদ্যোগ নিয়েছি যাতে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়। সহায়িকাটি প্রস্তুতের জন্য অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ কাজে সহযোগী সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসমূহ সন্নিবেশ করার সর্বোত চেষ্টা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সহায়িকার খসড়া প্রস্তুত, মাঠ পরীক্ষার মাধ্যমে সহায়িকাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

তিন কর্মদিবসের এ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়, কার্যকর শিক্ষণের জন্য পদ্ধতি, উপকরণ, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, সহায়কের জন্য সার্বিক নির্দেশন, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ণ কৌশল এবং প্রতিটি অধিবেশন উপস্থাপনের জন্য বিস্তারিত প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বিষয়ে যথাযথ ধারণা ও তথ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য উপস্থাপনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আশা করছি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি সবার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক

সূচি

প্রশিক্ষণ সহায়িকা পরিচিতি

সহায়কের জন্য নির্দেশনা

প্রশিক্ষণ পরিচিতি

প্রশিক্ষণ সূচি

অধিবেশন পর্ব

অধিবেশন ১
উদ্বোধনী পর্ব ১৩

- স্বাগত বক্তব্য
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা
- পরিচিতি
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই
- প্রশিক্ষণ সূচি বর্ণনা
- প্রাক-মূল্যায়ন পরীক্ষা

অধিবেশন ২
মানবাধিকার, সুশাসন ও তথ্য অধিকার ১৭

- অধিকার, মানবাধিকার ও সুশাসন
- তথ্য কী, তথ্য অধিকারের সংজ্ঞা
- তথ্য অধিকারের সঙ্গে অধিকার, মানবাধিকার ও সুশাসনের সম্পর্ক
- তথ্য অধিকার সম্পর্কে সাংবিধানিক অঙ্গীকার

অধিবেশন ৩
তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রাপ্তির পথ ৩৫

- তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
- বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রাপ্তির পথ
- দেশে দেশে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা

অধিবেশন ৪
একনজরে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিধিসমূহ ৪৫

- বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর অন্তর্গত ৮টি অধ্যায়
- তথ্যপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত বিধিমালা

সূচি

অধিবেশন ৫

তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা ৫৩

- তথ্য অধিকারের সাথে জড়িত পক্ষসমূহ
- তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও তথ্য প্রদানকারী ইউনিট
- আপিল কর্তৃপক্ষ
- আপিল ও অভিযোগের মধ্যে পার্থক্য
- আপিল কী, কোথায়, কীভাবে ও কত সময়সীমার মধ্যে আপিল করতে হবে
- তথ্য কমিশনের গঠন ও অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী
- অভিযোগ কী, কোথায়, কীভাবে এবং কত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ করতে হবে
- আইন অনুযায়ী তথ্য চেয়ে আবেদন প্রক্রিয়া

অধিবেশন ৬

তথ্য প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ৭৭

- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ধাপ সমূহ
- কোন তথ্য চাওয়া যাবে আর কোন তথ্য চাওয়া যাবে না
- তথ্য পেতে কতো সময় ও খরচ হবে
- কীভাবে কার কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে

অধিবেশন ৭

তথ্য অধিকার আইনের প্রায়োগিক দক্ষতা ৮৭

- আইন ও বিধি অনুযায়ী আবেদন
- আপিল প্রক্রিয়া
- অভিযোগ প্রক্রিয়া

অধিবেশন ৮

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা/বাধাসমূহ এবং সমাধানের উপায় ৮৯

অধিবেশন ৯

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় ৯১

অধিবেশন ১০

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী ১০১

প্রশিক্ষণ সহায়িকা পরিচিতি

মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মরত সহযোগী সংগঠনের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য 'তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ চর্চার ব্যবহারিক দক্ষতা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি' প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এতে তথ্য অধিকার-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সহায়িকায় প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ সূচি, প্রতিটি অধিবেশনের পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা, প্রশিক্ষণ উপকরণ নমুনা, পাঠ উপকরণ এবং অধিবেশন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনে রয়েছে–

অধিবেশন

প্রতিটি অধিবেশন আলাদা আলাদাভাবে সাজানো হয়েছে। সহায়কের অধিবেশন পরিচালনা এবং পৃথকভাবে সেগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের উক্ত বিষয়ে কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে, সেই বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়

প্রতিটি অধিবেশনের আলোচ্য পরিসর বিবেচনা সাপেক্ষে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিচালনাকারী উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁর অধিবেশন পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রতিটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাব্য পরিবর্তনের জন্যে শিখন পদ্ধতিসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে।

উপকরণ

প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার সুবিধার্থে নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক উপকরণ নমুনা প্রদান করা হয়েছে। পরিচালনাকারী অধিবেশন শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করবেন। এছাড়া প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণের (সহায়ক উপকরণসহ) তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রক্রিয়া

প্রতিটি অধিবেশনে সহায়কের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশনের উদ্দেশ্য, বিষয় ও সময় বিবেচনা করে শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিস্তারিত অধিবেশন প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি অধিবেশনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহায়কের জন্য প্রতিটি ধাপে করণীয়, বক্তব্য ইত্যাদি যতদূর সম্ভব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

পাঠ উপকরণ

প্রতিটি বিষয়ের ওপর শিখন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে উপস্থাপন এবং বিষয়ভিত্তিক সম্ভাব্য সব ধরনের প্রস্তুতির লক্ষ্যে সম্ভাব্য পাঠ উপকরণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ পরিচিতি

শিরোনাম
বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ব্যবহারিক দক্ষতা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

অংশগ্রহণকারী
এই প্রশিক্ষণে উন্নয়ন সংগঠনের মাঠ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২০-২৫ জনে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। তবে অংশগ্রহণকারী চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের পূর্বে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিচেনায় নেয়া জরুরি–

- অংশগ্রহণকারীরা কোনো উন্নয়ন সংগঠনের মাঠ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মী;
- অংশগ্রহণকারী অভীষ্ট জনগোষ্ঠী এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

প্রশিক্ষণের সময়সীমা
তিন দিন

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২০-২৫ জন

প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ভাষা
বাংলা

প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মরত উন্নয়ন কর্মীদের তথ্য অধিকার এবং বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে ধারণাগত ও ব্যবহারিক দক্ষতা সৃষ্টি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

নিম্নরূপ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে–

- তথ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং এ অধিকারের সাথে মানবাধিকার ও সুশাসনের সম্পর্ক সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং তথ্যপ্রাপ্তির মাধ্যমে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মকৌশল নির্ধারণ করা;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম, অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্র বা করণীয় নির্ধারণ;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় এবং উক্ত কার্যক্রমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠী কীভাবে সম্পৃক্ত হবে তা চিহ্নিত করা।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

তথ্য অধিকার সম্পর্কিত এই প্রশিক্ষণ একাধারে জ্ঞানগত, ধারণাগত এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। সেদিক বিবেচনায় প্রশিক্ষণ পরিচালনার পদ্ধতি নির্বাচনে নিম্নোক্ত কয়েকটি দিক বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। যেমন–

১. ধারণাগত স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনাধর্মী বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতি বেছে নেয়া হয়েছে;
২. উপলব্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনয়নে বিভিন্ন ধরনের খেলা, ঘটনা বর্ণনা, গল্প বলা, ব্যক্তিগত ও দলীয় কর্ম ইত্যাদি পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং
৩. ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দলীয় আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ভূমিকা অভিনয়, কাঠামোগত অভিজ্ঞতা অর্জন, হাতে-কলমে শিক্ষা ইত্যাদি পদ্ধতি বেছে নেয়া হয়েছে। তবে সহায়ক-প্রশিক্ষণ পরিবেশ, অংশগ্রহণকারীর ধরন, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনায় নতুন কোনো পদ্ধতি অথবা একাধিক পদ্ধতির মিশ্রণে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারবেন।

উপকরণ

প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে–

- ফ্লিপচার্ট
- পোস্টার (ছাপানো এবং হাতে আঁকা)
- মাল্টিমিডিয়া (for digital presentation)
- ভিপ কার্ড
- হোয়াইট বোর্ড
- ভিডিও এবং অডিও
- রোল প্লে

পাঠ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে–

- বিষয়ভিত্তিক ধারণাপত্র (Lesson specific handout)
- পুস্তিকা, লিফলেট
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশনা।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও বিধিমালা

প্রশিক্ষণ স্থান

২৫-৩০ জনের শিক্ষণ উপযোগী বসার ব্যবস্থা-সম্বলিত কক্ষ। এছাড়া বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিসর বিবেচনায় প্রশিক্ষণ স্থান নির্ধারণ করা জরুরি।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

প্রাক-মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত বিষয়ে ধারণাগত সক্ষমতা যাচাই করা হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে–

- তথ্য অধিকার;
- মানবাধিকার;
- সুশাসন;
- তথ্য অধিকারের সঙ্গে সুশাসন ও দারিদ্র বিমোচনের সম্পর্ক;

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও তথ্যপ্রাপ্তির জন্য তথ্য অধিকার বিধিমালা;
- অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

চলমান মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষণ অগ্রগতি যাচাই এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার চলমান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিবেশনভিত্তিক ধারণা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন পরিমাপের জন্য প্রশ্নোত্তর, কুইজ, হাতে-কলমে পরীক্ষা, লার্নিং জার্নাল লেখা ইত্যাদি অনুশীলন করা হবে।

সমাপনী মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণের সার্বিক অর্জন, শিক্ষণীয় ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের পর একটি সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সেজন্য একটি বিস্তারিত চেকলিস্ট ব্যবহার করা হবে। যেখানে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ সহায়ক কার্যক্রম, আলোচ্য বিষয়সমূহের গুরুত্ব এবং উপস্থাপনার মান ইত্যাদি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব মতামত প্রদানের সুযোগ থাকবে।

সহায়কের যোগ্যতা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম নতুন এবং এক্ষেত্রে আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়েছে অতি সম্প্রতি। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অনেকের মাঝে না থাকাই স্বাভাবিক। তবে এই প্রশিক্ষণে যারা সহায়ক হিসেবে কাজ করবেন, তাদের অতি অবশ্যই মানবাধিকার, সুশাসন, সরকারি কার্যপ্রক্রিয়া, সরকারের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক বিন্যাস, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছণীয়। যেহেতু প্রশিক্ষণের মূল বিষয় 'তথ্য অধিকার', তাই এ বিষয়ে অনুপুঙ্খ ধারণা, অন্যান্য দেশে তথ্য অধিকার আইন, এ বিষয়ে চলমান কার্যক্রম, অর্জিত সফলতা, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

আলোচ্য বিষয়

- তথ্য অধিকারের তত্ত্ব ও ধারণা;
- মানবাধিকার ও সুশাসনের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক;
- বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকারের গুরুত্ব;
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মসূচিসমূহ এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মউদ্যোগ;
- দেশে দেশে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় এবং এর মাধ্যমে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল;
- বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রাপ্তির পথ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অবদান;
- একনজরে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯;
- তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্গত আটটি অধ্যায় এবং এর ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা;
- তথ্যপ্রাপ্তির জন্য তথ্য অধিকার বিধিমালা;
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও সমাধানের উপায়;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগঠন ও অংশগ্রহণকারীদের করণীয়, সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা।

প্রশিক্ষণ সহায়িকা
ব্যবহারিক নির্দেশিকা

তথ্য অধিকার, বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহায়ক নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবেন–

- প্রশিক্ষণে নির্ধারিত বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য যে সহায়ক দল কাজ করবে, তাঁরা নিজেদের সুবিধামতো বিষয়গুলো ভাগ করে নিতে পারেন। প্রত্যেকটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য বিষয়ের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, উপকরণ, সময়, প্রক্রিয়া ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করা আছে। সহায়করা নিজের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অধিবেশন শুরুর আগে বিষয়ের উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।
- অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি অধিবেশনের সঙ্গে প্রশিক্ষণ উপকরণের নমুনা দেয়া হয়েছে। সহায়ক অধিবেশন শুরুর আগে উক্ত নমুনা অনুযায়ী অথবা পাঠ উপকরণ ও সহায়ক গ্রন্থ থেকে কার্যকর প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত করে নিতে পারেন।
- তথ্য অধিকার, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের শিখন কার্যকর ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সহায়িকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। সহায়করা এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারেন। তবে সহায়ক যদি অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এক বা একাধিক পদ্ধতিকে একইসঙ্গে ব্যবহার করতে চান অথবা নতুন কোনো পদ্ধতি নির্বাচন করতে চান তা নিজের বিবেচনামতো করতে পারবেন।
- অধিবেশন শুরুর আগে অধিবেশন পরিকল্পনা, পদ্ধতি, উপকরণ এবং অন্যান্য প্রস্তুতি যথাযথভাবে গ্রহণ করা একজন সহায়কের অন্যতম দায়িত্ব। যদি তা না হয়, তাহলে সহায়িকা দেখে অধিবেশন পরিচালনা করতে গেলে অংশগ্রহণকারীদের কাছে সহায়কের গ্রহণযোগ্যতা কমে আসে।
- তথ্য অধিকার ও এর সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যেসব অধিবেশন সংযুক্ত হয়েছে, তার প্রতিটি বিষয়ে সম্ভাব্য পাঠ-উপকরণ সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে সহায়ক অধিবেশন পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আগেই পাঠ উপকরণ থেকে বিষয় সংশ্লিষ্ট ধারণা নিতে পারবেন।
- অধিবেশন চলাকালীন এবং অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণযোগ্য উপকরণ আগেই প্রস্তুত রাখুন যাতে যথাসময়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা যায়।
- সহায়িকায় সন্নিবেশিত প্রতিটি বিষয় পারস্পরিক-সম্পর্কিত। তাই কোনো অধিবেশন শুরুর সময়ে আগের অধিবেশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন। তাহলে পুরো প্রশিক্ষণটি একটি ধারাবাহিক শিখন কার্যক্রম হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে আলোচ্য বিষয়ে সারসংক্ষেপ করুন। এছাড়া অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য অধিবেশনের শেষে অংশগ্রহণকারীদের মতামত যাচাই করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার-বিষয়ক এই প্রশিক্ষণ সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য সহায়কের যথাযথ প্রস্তুতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ে ধারণা এবং অধিবেশন পরিকল্পনায় যা লেখা রয়েছে তা উপস্থাপনই যথেষ্ট নয়। বিষয়সমূহ জীবনঘনিষ্ঠ করা এবং সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য যথাযথ উদাহরণ, চলমান প্রাসঙ্গিক কোনো ঘটনা থেকে তুলনা ইত্যাদির মাধ্যমে আলোচনাকে প্রাণবন্ত ও দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন।

প্রশিক্ষণ সূচি

দিবস	অধিবেশন	সময়	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি
দিবস : প্রথম	০১	৯:০০-১০:০০	উদ্বোধনী: • স্বাগত বক্তব্য • প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা • পরিচিতি • অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই • প্রশিক্ষণ সূচি বর্ণনা • প্রাক-মূল্যায়ন পরীক্ষা	বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শন, গেম
	০২	১০:০০-১১:১৫	মানবাধিকার, সুশাসন ও তথ্য অধিকার • অধিকার, মানবাধিকার ও সুশাসন • তথ্য অধিকারের সংজ্ঞা, ধারণা • তথ্য অধিকারের সাথে মানবাধিকার ও সুশাসনের সম্পর্ক • তথ্য অধিকার সম্পর্কে সাংবিধানিক অঙ্গীকার	বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন
		১১:১৫-১১:৩০	চা-বিরতি	
	০৩	১১:৩০-১:০০	তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রাপ্তির পথ • তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট • বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রাপ্তির পথ • দেশে দেশে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা	বক্তৃতা, আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন
		১:০০-২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
	০৪	২:০০-৩:৩০	একনজরে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর অন্তর্গত ৮টি অধ্যায় এবং তথ্যপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত বিধিমালা	প্রশ্নোত্তর, পাঠচক্র বা দলীয় আলোচনা
		৩:৩০-৩:৪৫	চা-বিরতি	
		৩:৪৫-৪:৩০	একনজরে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর অন্তর্গত ৮টি অধ্যায় এবং তথ্যপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত বিধিমালা (চলমান...)	প্রশ্নোত্তর, পাঠচক্র বা দলীয় আলোচনা
দিবস : দ্বিতীয়	০৫	৯:০০-৯:৩০	পুনরালোচনা	দলীয় উপস্থাপনা
		৯:৩০-১১:১৫	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা	প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, আলোচনা, কেস স্টাডি
		১১:১৫-১১:৩০	চা-বিরতি	
		১১:৩০-১:০০	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা (চলমান...)	প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, মুক্ত আলোচনা
		১:০০-২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি	
	০৬	২:০০-৩:০০	তথ্য প্রাপ্তি এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায়	উপস্থাপনা, মুক্ত আলোচনা
		৩:০০-৩:৩০	চা-বিরতি	
	০৭	৩:৩০-৪:৩০	তথ্য অধিকার আইনের প্রায়োগিক দক্ষতা	দলীয় আলোচনা, ভূমিকা অভিনয়, ভিডিও প্রদর্শন
দিবস : তৃতীয়	০৮	৯:০০-৯:৩০	পুনরালোচনা	দলীয় উপস্থাপনা
		৯:৩০-১০:৩০	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও সমাধানের উপায়	দলীয় আলোচনা, উপস্থাপনা
		১০:৩০-১১:০০	চা-বিরতি	
	০৯	১১:০০-১২:৪৫	তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় নির্ধারণ	কেস স্টাডি, দলীয় আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, আলোচনা
	১০	১২:৪৫-১:৩০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী	বক্তৃতা, আলোচনা, একক অনুশীলন

অধিবেশন ১

প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা–

- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও তিনদিনের প্রশিক্ষণ সূচি সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন।

আলোচ্য বিষয়

- স্বাগত বক্তব্য;
- পরিচয় পর্ব;
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই;
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা;
- প্রশিক্ষণ সূচি বর্ণনা এবং
- প্রাক-পরীক্ষা।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, প্রদর্শন

উপকরণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য-সম্বলিত চার্টপেপার, প্রশিক্ষণ-পূর্ববর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

সময়: ৬০ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ ১: সূচনা বক্তব্য

অংশগ্রহণকারীদের সামনে আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে একজন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন। এছাড়া অতিথি হিসেবে যদি কেউ উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাঁকে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করুন।

ধাপ ২: পরিচয়পর্ব ও জড়তা কাটানো

অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আপনারা এখানে যারা আছেন তারা কি সবার সাথে সবাই পরিচিত? উত্তর আসবে– না। বলুন, আমরা এখানে তিনদিন একসঙ্গে থাকবো। তাই সবার সাথে সবার পরিচয় হওয়া দরকার।

এবার বলুন, আমরা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি? অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন। এরপর সময় বিবেচনা করে একটি কার্যকর উপায়ে পরিচয় পর্ব পরিচালনা করুন। এক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন–

১. প্রত্যেকেই নিজের নাম, সংগঠনের নাম, কাজের ক্ষেত্র, কোন এলাকা থেকে এসেছেন এবং কতোদিন ধরে কাজ করছেন ইত্যাদি উল্লেখ করে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে পারেন;
২. প্রত্যেককে একটি করে পোস্টার পেপার দেয়া যেতে পারে যেখানে সে তার নাম, সংগঠনের নাম, এলাকার নাম, কাজের ক্ষেত্র এবং বিশেষ করে এই প্রশিক্ষণ থেকে কী প্রত্যাশা করছেন তা লিখে উপস্থাপন করতে পারেন এবং নিজের পরিচয় প্রদান করতে পারেন।

এভাবে প্রত্যেকের পরিচয় হয়ে গেলে সহায়ক হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করবেন এবং আয়োজক সংগঠনের অন্যান্য যারা প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রত্যেকের পরিচয় দিন।

ধাপ ৩

বলুন, প্রশিক্ষণে আপনাদের প্রত্যাশা কী? আপনারা কী অর্জন করতে চান এই প্রশিক্ষণ থেকে? কয়েকজনের কাছে শুনুন। অংশগ্রহণকারীদের কথা শোনার পর তাদেরকে একটি করে ভিপ কার্ড দিয়ে সবাইকে একটি করে প্রত্যাশা লিখতে বলুন। সবার কাছ থেকে কার্ড সংগ্রহ করে সেগুলো সজিয়ে নিন এবং তাদের প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরুন। এবার বলুন, আপনাদের প্রত্যাশা আমরা পেলাম। এবার আসুন দেখি এই প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের দিক থেকে কী কী উদ্দেশ্য রয়েছে। এ পর্যায়ে চার্টপেপার বা (স্লাইড-১.১) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য প্রদর্শ করুন এবং তাদের প্রত্যাশার সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে নিন।

ধাপ ৪

বলুন, আমরা এবার প্রশিক্ষণে যাবার আগে নিজেদের একটু যাচাই করে নিই। এ পর্যায়ে নির্ধারিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যাচাই করুন। উল্লেখ্য, কোনোভাবে যেন অংশগ্রহণকারীরা মনে না করেন যে, শুরুতেই তাদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। বলুন, আমরা প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের অংশ হিসেবে এটি করছি। পরীক্ষা শেষ হলে সবাইকে প্রশিক্ষণের মূল পর্বে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে এই অধিবেশন শেষ করুন।

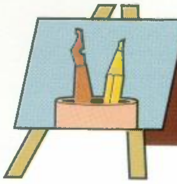

প্রশিক্ষণ উপকরণ

তথ্য অধিকার এবং বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন-সম্পর্কিত ধারণাগত সক্ষমতা ও তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারিক দক্ষতা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ-পূর্ববর্তী ধারণা যাচাই প্রশ্নপত্র

সময়: ১৫ মিনিট — প্রশ্নমান ৫ × ৪ = ২০

১. তথ্য কী এবং তথ্য অধিকার বলতে আমরা কী বুঝি?
২. মানবাধিকার ও সুশাসনের সাথে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক কী?
৩. বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কত সালে পাস হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত কয়টি অধ্যায় রয়েছে?
৪. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কী কী সফলতা অর্জিত হতে পারে?
৫. তথ্য অধিকার কীভাবে মানবাধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে– উদাহরণ দিন।
(একাধিক উত্তর সম্বলিত প্রশ্নপত্র)

স্লাইড-১.১

প্রশিক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য

মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মরত উন্নয়নকর্মীদের তথ্য অধিকার এবং বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে ধারণাগত ও ব্যবহারিক দক্ষতা সৃষ্টি করা।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

নিচের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে–

- তথ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং এ অধিকারের সাথে মানবাধিকার ও সুশাসনের সম্পর্ক সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং তথ্যপ্রাপ্তির মাধ্যমে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মকৌশল নির্ধারণ করা;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্র বা করণীয় নির্ধারণ;
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় এবং উক্ত কার্যক্রমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী কীভাবে সম্পৃক্ত হবে তা চিহ্নিত করা।

অধিবেশন ২

মানবাধিকার, সুশাসন ও তথ্য অধিকার

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা–

- তথ্য অধিকারের ধারণাগত ও তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে অবগত হবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অধিকার, মানবাধিকার ও সুশাসনের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তথ্য অধিকার-সংক্রান্ত সাংবিধানিক ও অন্যান্য জাতীয় অঙ্গীকারগুলো সম্পর্কে অবহিত হবেন।

আলোচ্য বিষয়

- অধিকার, মানবাধিকার ও সুশাসন;
- তথ্য কী, তথ্য অধিকার এর সংজ্ঞা;
- তথ্য অধিকারের সঙ্গে মানবাধিকার ও সুশাসনের সম্পর্ক;
- তথ্য অধিকার সম্পর্কে সাংবিধানিক অঙ্গীকার।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, মুক্তচিন্তার ঝড়, প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় আলোচনা, প্রদর্শন, কেস স্টাডি

উপকরণ

মার্কার, চার্টপেপার, ভিপ কার্ড, পাঠ উপকরণ

সময়: ৭৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ ১

এই অধিবেশনে প্রত্যেককে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। শুরুতেই বলুন, আমরা যে বিষয়ে প্রশিক্ষণটির আয়োজন করেছি এবং এর যে আলোচ্যসূচি আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে, তার প্রথম অধিবেশন হিসেবে এই আলোচনায় আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আশা করছি। বলুন, এই অধিবেশনে আমরা অধিকার, মানবাধিকার, সুশাসন, তথ্য ও তথ্য অধিকার এবং এ সম্পর্কে সাংবিধানিক অঙ্গীকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারণাগত স্বচ্ছতা অর্জনের চেষ্টা করব। এ পর্যায়ে বলুন, আপনারা সবাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলোতে যেতে আগ্রহী কিনা? অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে আলোচনার পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করুন।

ধাপ ২

বলুন, আপনারা যারা আজকে এই প্রশিক্ষণে এসেছেন, তাদের কয়জন বা কারা কারা ইতোপূর্বে মানবাধিকার ও সুশাসন-বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? অংশগ্রহণকারীদের উত্তর শুনুন। যদি বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণটি

পেয়ে থাকে, তাহলে তাদের সেই প্রশিক্ষণের সূত্র ধরেই আলোচনায় চলে যান।

বলুন, শুরুতেই আমরা জেনে নিতে চাই মানবাধিকার ও সুশাসন কী এবং মানবাধিকার ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক কী। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন– মানবাধিকার সম্পর্কে তাদের ধারণা কী। তারা কীভাবে মানবাধিকার বিষয়টি বুঝে থাকে। কয়েকজনের মতামত শুনুন। অংশগ্রহণকারীদের দেয়া মতামত থেকে মানবাধিকার বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন এবং (স্লাইড-২.১) বা চার্টপেপারে মানবাধিকারের সর্বজনীন সংজ্ঞা ও ধারণা তুলে ধরুন। উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারীরা যেহেতু আগে মানবাধিকার ও সুশাসনবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তাই এখানে শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে মানবাধিকারের ধারণা তুলে ধরুন।

এবার বলুন, আমরা এখন আলোচনা করবো সুশাসন কী? সুশাসন বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কয়েকজনের কাছে শুনুন এবং খুব সংক্ষেপে সুশাসনের ধারণাটি তুলে ধরুন। এক্ষেত্রে যদি তাদের দেয়া ধারণাগুলো সুশাসন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না দেয়, তাহলে আপনি তাদের দেয়া মতামতগুলোকে সমন্বয় করেই সুশাসনের ধারণা পরিষ্কার করুন। এখানে চার্ট পেপার বা মাল্টিমিডিয়ায় (স্লাইড-২.২)সুশাসনের সংজ্ঞা বা স্বীকৃত ধারণা তুলে ধরুন। পাশাপাশি সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে দেখান যে, এগুলোর অনুপস্থিতিতে বিদ্যমান কোনো শাসন প্রক্রিয়া সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে না।

ধাপ ৩

এ পর্যায়ে বলুন, আমাদের এখন জানা প্রয়োজন তথ্য কী? এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন। এক্ষেত্রে মৌখিকভাবে কয়েকজনের মতামত নিয়ে ভিপ কার্ডে সকলকে তথ্য কী তা লিখতে অনুরোধ করুন। সবাইকে একটি করে নির্দিষ্ট রংয়ের কার্ড দিন এবং সময় নির্দিষ্ট করুন। বলুন, প্রত্যেকেই এ কার্ডে 'তথ্য কী' সে বিষয়ে এক বা একাধিক বাক্যে লিখুন।

নির্ধারিত সময় পরে সবার লেখা কার্ডগুলো বোর্ডে সাজিয়ে নিন এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। এখানে উদ্দেশ্য হবে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য সম্পর্কে ধারণাগুলো জানা এবং একই সাথে তথ্য সম্পর্কে প্রকৃত ধারণাটি স্পষ্ট করা। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কারো কার্ডে যদি তথ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি পেয়ে যান, তাহলে সেটি নিয়ে অন্যান্যদের ধারণার অসামঞ্জস্যতা দূর করা চেষ্টা করুন। যদি কারো লেখাতেই সঠিকভাবে 'তথ্য কী' তা না আসে, তাহলে সবার লেখা পড়ার পর আপনি এমনভাবে বিশ্লেষণ দিন যাতে অংশগ্রহণকারীরা 'তথ্য কী' তা স্পষ্ট বুঝতে পারে। এখানে প্রশিক্ষণ উপকরণ থেকে 'তথ্য কী বা তথ্য কাকে বলে' (স্লাইড-২.৩) উপস্থাপন করুন। পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণ দিয়ে তথ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

ধাপ ৪

বলুন, আমরা এতক্ষণ জানার চেষ্টা করলাম তথ্য কী। এবার আসুন আমরা দেখি 'তথ্য অধিকার' কী?

অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব ধারণাগুলো এখানে শুনুন। তারা তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝেন এবং বিষয়টি কীভাবে জানেন তা জানতে চেষ্টা করুন। তাদের ধারণা বা মতামত শোনার পর বলুন, তথ্য অধিকার কী এ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আমরা শুনলাম। সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এবার তথ্য অধিকার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেয়ার জন্য চার্টপেপারে(স্লাইড-২.৪, ২.৪.১) লিখিত 'তথ্য অধিকার'-এর আইনি সংজ্ঞাটি উপস্থাপন করে অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করুন যে এ সংজ্ঞায় যেভাবে তথ্য অধিকার সম্পর্কে ধারণাটি এসেছে, তা তারা বুঝতে পারছেন কিনা? কয়েকজনের কাছে শুনুন। এখানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে ধারণা আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য প্রশিক্ষণ ও পাঠ উপকরণে (পাঠ উপকরণ সফলতা-১) বর্ণিত কেস স্টাডি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ঘটনাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য অধিকারের ধারণাটি কীভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে বা উক্ত ঘটনায় কীভাবে তথ্য অধিকারকে নির্দেশ করা হয়, তা আলোচনা করুন।

প্রশিক্ষণে যেহেতু তথ্য অধিকার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়, তাই এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগত স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি। এ পর্যায়ে তথ্যের অধিকার পরিপ্রেক্ষিত, সুশাসন পরিপ্রেক্ষিত ও উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিত আলাদা আলাদাভাবে বোঝাতে পাঠ উপকরণে সন্নিবেশিত কার্টুনগুলো নিয়ে আলোচনা করে তথ্য অধিকারের তিনটি পরিপ্রেক্ষিত সহজভাবে উপস্থাপন করুন। (স্লাইড-২.৪.২)

ধাপ ৫

বলুন, আমরা এতক্ষণ জানলাম মানবাধিকার, সুশাসন, তথ্য ও তথ্য অধিকার। এবার আমরা জানবো মানবাধিকার ও সুশাসনের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক বিষয়ে। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে অনুরোধ জানান। বলুন, মানবাধিকারের ধারণা এবং এই সনদে উল্লিখিত ধারাগুলো থেকে দুইজনে খুঁজে বের করুন কোথায় কোথায় তথ্য অধিকারে বিষয়টি বলা হয়েছে বা নিহিত রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সময় নির্দিষ্ট করে দিন এবং পরবর্তীতে তাদের লেখা ধারাগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করে বিষয়টি সুস্পষ্ট করুন যে মানবাধিকার সনদে কোথায় এবং কী অর্থে তথ্য অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। (স্লাইড-২.৫)

বলুন, এবার আমরা দেখবো তথ্য অধিকার কীভাবে সুশাসন নিশ্চিত করে। একটি বাস্তব ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরুন। যেমন–

> সরকার কিছুদিন আগে দেশের অতিদারিদ্রপীড়িত জনগণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে দুটি জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো উক্ত এলাকায় বসবাসকারী এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনকারী বেকার যুব ও যুব মহিলাদের সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে চাকুরির ব্যবস্থা করা, যার মাধ্যমে তারা সরকারি কাজে শ্রম দিয়ে উপার্জন করতে পারবে এবং একই সাথে ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে।

বলুন, এই উদ্যোগটি সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য এলাকার উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে না থাকে বা না পৌঁছায় বা জনগণের যে তথ্য অধিকার তা যদি উপেক্ষিত হয়, তাহলে কী কী ক্ষতি হবে? কয়েকজনের কাছে শুনুন এবং সম্ভাব্য প্রভাব বা সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলি যে উক্ত উদ্যোগে থাকবে না এবং এর মাধ্যমে সরকারের একটি জাতীয় উদ্যোগ সুশাসনের অভাবে ব্যাহত হবে তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরুন। এছাড়া প্রশিক্ষণ উপকরণের দুটি কার্টুন দেখিয়ে মানবাধিকার ও সুশাসনের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্কটি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ধাপ ৬

বলুন, এবার আসুন আমরা দেখি, এই যে অধিকার তা আমাদের সংবিধানে কীভাবে বলা হয়েছে। আরও সহজভাবে বলুন যে, সর্বোচ্চ আইন হিসেবে দেশের সংবিধানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে কী কী অঙ্গীকার রয়েছে। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান– আপনাদের কারো এ বিষয়ে জানা আছে কি? তাদের মতামত নিন। যদি কারো সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা সম্পর্কে ধারণা থাকে বা এ নিয়ে আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে তা শুনুন। যদি কারোর এরকম অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে চার্টপেপারে (স্লাইড-২.৬) (বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে) লিখিত বাংলাদেশ সংবিধানে সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো তুলে ধরুন। তবে এখানে অবশ্যই প্রত্যেকটি ধারা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। অনেক সময় সংবিধানে কোনো একটি বিষয়ে মূল ধারণাটি দেয়া থাকে কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থটি নিহিত থাকে, ফলে সবার কাছে বোধগম্য করতে এর সাধারণ অর্থসহ ব্যাখ্যা করুন।

এরপর একই প্রক্রিয়ায় দেশের আন্যান্য আইন ও নীতিমালায় তথ্য অধিকারকে কীভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা স্লাইড আকারে তুলে ধরুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিন।

সারসংক্ষেপ

বলুন, আমরা এখন এ পর্বের আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি। বলুন, শুরু থেকে একে একে আমরা জানার চেষ্টা করেছি মানবাধিকার, সুশাসন, তথ্য কী, তথ্য অধিকার কী, তথ্য অধিকার, মানবাধিকার ও সুশাসনের সঙ্গে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক এবং এ সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের অঙ্গীকার এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কীভাবে তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার সবগুলো দিক। বলুন, আপনাদের কারও কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? অংশগ্রহণকারীদের কথা শুনুন। যদি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন থাকে, তাহলে তার উত্তর দিন আর যদি না থাকে বা এখানে প্রাসঙ্গিক নয় এমন প্রশ্ন আসে, তাহলে তা পরে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তার উত্তর পাওয়া যাবে, সেটি নিশ্চিত করে এ অধিবেশন শেষ করুন।

প্রশিক্ষণ উপকরণ

স্লাইড-২.১

অধিকার

অধিকার হচ্ছে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার দাবি যা নৈতিক বা আইনগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনবিজ্ঞানী সেমন্ড খুব সহজ করে বলেছেন 'আমার জন্য অন্যদের যা করতে হবে, সেটাই আমার অধিকার'।

মানবাধিকার

- মানুষ হিসেবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ-নির্বিশেষে সবাই যে অধিকার ভোগ করে, তাই মানবাধিকার।

স্লাইড-২.২

শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন

জনগণের কল্যাণে সরকারের যে কার্যক্রম এবং সে কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হয় তাকে গভর্ন্যান্স বলে। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে, গভর্ন্যান্স হলো শাসন প্রক্রিয়া। সরকার তার নীতিমালা, আইন-কানুন বাস্তবায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তাকেই শাসন প্রক্রিয়া বলা হয়। আর এই শাসন প্রক্রিয়া যখন স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, তখন তাকে আমরা সুশাসন বলতে পারি।

শাসন প্রক্রিয়ার আওতা

সরকারের যে কার্যক্রম তা নির্ধারিত ও পরিচালিত হয় সংসদ, বিচার বিভাগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষা সরকারের একটি অন্যতম কার্যক্রম। নাগরিকের শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের যে শিক্ষা কার্যক্রম, তা প্রথমে সংসদে অনুমোদন করা হয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দপ্তর-অধিদপ্তর-বিভাগ এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে সংসদ থেকে শুরু করে ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের বিদ্যালয়-কলেজ, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার এমনকি আমাদের পরিবার সবকিছুই গভর্ন্যান্সের আওতায় পড়ছে।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

- অংশগ্রহণ
- জবাবদিহিতা
- স্বচ্ছতা
- নির্ভরযোগ্য ও সমতাধর্মী আইনি কাঠামো
- তথ্যের সহজলভ্যতা
- দক্ষ ও উত্তম ব্যবস্থাপনা
- নারী-পুরুষের সমতা

চার্টপেপার/স্লাইড

স্লাইড-২.৩

তথ্য কী (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী)

কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও এর অন্তভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট শিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

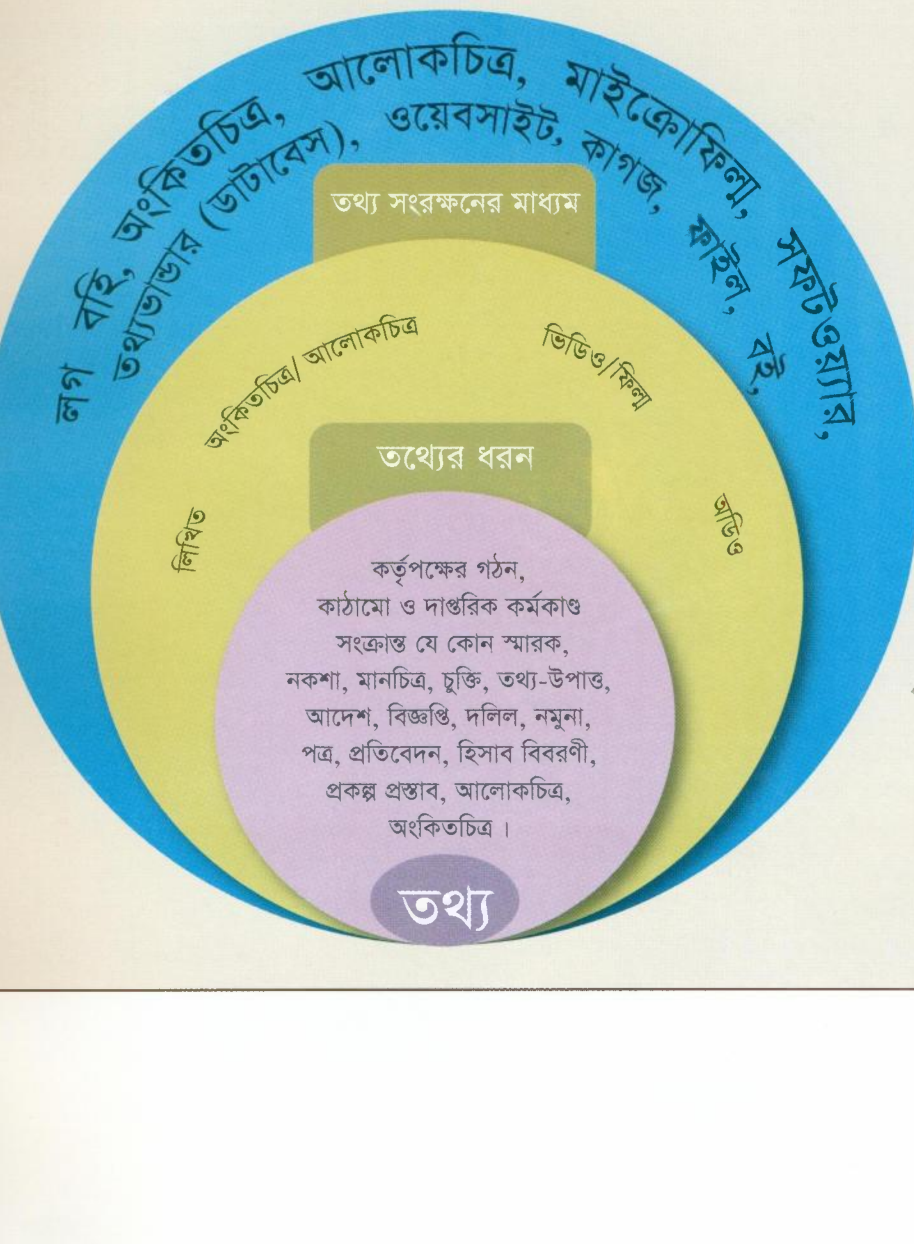

স্লাইড-২.৪

তথ্য অধিকার কী

যেসব তথ্য সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক; যেগুলোর অভাবে এ অধিকারগুলো অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ হয়, সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলা হয়।

স্লাইড-২.৪.১

রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিখাত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ড নাগরিক জীবনকে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। সরকার সবচেয়ে বড় ও ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান এবং আইন দ্বারা সবচেয়ে সুরক্ষিত। তাই তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকলেও তথ্য অধিকার বলতে সাধারণভাবে সরকারি তথ্যে অধিকারকে বোঝানো হয়। তবে এ ধারণা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে। একমাত্র তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বেসরকারি সংস্থাকেও কর্তৃপক্ষ হিসেবে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান জনগণের জন্য বরাদ্দ অর্থ নিয়ে কাজ করবে, তাদের সবাই এই আইনের আওতায় তথ্যপ্রদানে বাধ্য।

স্লাইড-২.৪.২

ইউনিয়ন পরিষদে এবার
মাত্র ১২০ জনের জন্য ভিজিএফ
কার্ডে বরাদ্দ আসছে।

মাথাপিছু ১৫ কেজি
কইরা দিবা আর বাকীটা
বিক্রি করবা, বিলি বন্টনের
খরচ আছে না?

স্লাইড-২.৫

(মানবাধিকার সনদ)

১. সমতার অধিকার;
২. সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার;
৩. জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার;
৪. দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার;
৫. নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকার;
৬. আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার;
৭. আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার অধিকার;
৮. উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকার;
৯. বেআইনি আটক ও বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের অধিকার;
১০. নিরপেক্ষ প্রকাশ্য শুনানির অধিকার;
১১. অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মতো আচরণ পাওয়ার অধিকার;
১২. পরিবার, বাড়ি এবং পত্রযোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার;
১৩. স্বাধীনভাবে যে কোনো দেশে যাওয়া ও আসার অধিকার;
১৪. অমানবিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকার;
১৫. জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার;
১৬. বিয়ে করা এবং পরিবার গঠন করার অধিকার;
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার;
১৮. নিজস্ব বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার;
১৯. মতামত দেয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার অধিকার;
২০. শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার;
২১. মুক্ত নির্বাচন ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার;
২২. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার;
২৩. কাঙ্ক্ষিত কাজ পাওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার;
২৪. অবসর ও বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার;
২৫. স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রার অধিকার;
২৬. শিক্ষার অধিকার;
২৭. সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার;
২৮. মানবাধিকার রক্ষাকল্পে সামাজিক নিশ্চয়তার অধিকার;
২৯. সমাজের প্রতি প্রত্যেকের ওপর অর্পিত কর্তব্য পালনের মাধ্যমে একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব– এ চেতনা তৈরি করা;
৩০. উপর্যুক্ত অধিকারগুলোর ব্যাপারে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।

স্লাইড-২.৬

তথ্য অধিকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন ও সংশ্লিষ্ট ধারা

সংবিধান

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
৭(১)	সব ক্ষমতার মালিক জনগণ।	সেহেতু সরকারি সমস্ত তত্ত্বের মালিক হচ্ছে জনগণ।
১১	প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।	নাগরিকের কার্যকর অংশগ্রহণ সম্ভবপর হবে না, যদি নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা না যায়।
৩২	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।	জীবনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার একটি প্রয়োজনীয় এবং আইনসঙ্গত উপসর্গ হতে পারে।
৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।	পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত তথ্য ছাড়া (গঠনমূলক) মুক্তচিন্তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।
১৪৫ (ক)	বিদেশের সাথে সম্পর্কিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করবার ব্যবস্থা করবেন।	বহুজাতিক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চুক্তিসমূহের স্বচ্ছতা নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্পূরক।

সাক্ষ্য আইন ১৮৭২

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
৭৬	সমস্ত সরকারি দলিলপত্র সরকারি চাকরীজীবিদের উপর ন্যস্ত থাকে। যেগুলো একজন নাগরিক নির্দিষ্ট আইনানুযায়ী ফির মাধ্যমে এর কপি পাওয়ার অধিকার রাখে।	নাগরিকের কর দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাই সমস্ত তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার।
৭৪	১. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত দলিলসমূহ এবং আইন সংরক্ষণের দলিলসমূহ– ক. সার্বভৌম ক্ষমতা; খ. সরকারি সংস্থা এবং বিচারালয়ের; গ. সরকারি চাকরীজীবিদের। ২. ব্যক্তিগত দলিলপত্র যেগুলো সরকারের কাছে সংরক্ষিত আছে আইন প্রণয়নকারী বিচারবিভাগীয় এবং শাসনমূলক এবং বাংলাদেশের যেকোন তথ্য।	প্রত্যেক নাগরিকের আইনত অধিকার আছে এসব দলিলপত্রের যেকোনো সত্যায়িত কপি সংগ্রহ করা।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
১৫	সরকারের পরিবেশ বিভাগ পানির গুণাগুণ, ঝুঁকিপূর্ণ আবর্জনা এবং বাতাসের গুণাগুণ সম্পর্কে নাগরিকের আবেদনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্যের পরিশোধে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।	পানি, বাতাসসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানসমূহের ওপর সঠিক তথ্যের প্রকাশ নাগরিকদের স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জনে সহায়ক হবে।

তথ্য অধিকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আইন ও সংশ্লিষ্ট ধারা

পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৫

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
১০	মামলার সাথে জড়িত কোনো পক্ষ ওই নির্দিষ্ট মামলা সংক্রান্ত সব তথ্য পরিদর্শন করতে পারবে এবং তাদের চূড়ান্ত রায় বা আদেশের সত্যায়িত কপি পাওয়ার অধিকার রাখে।	সুবিচার পেতে সহায়ক।

Civil Rules and Orders

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
৫১৩	যেকোনো নাগরিক যে কোন আদালতের সংরক্ষিত তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারবে।	আইনি তথ্যের স্বচ্ছতা এবং অবাধ আদান-প্রদান আইনের শাসনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।
৫২৩	বাদী কিংবা বিবাদী যে সরাসরি মামলার সাথে জড়িত, মামলার চূড়ান্ত রায় আসার আগে বা পরে, মামলা সম্বলিত সমস্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে।	মামলা সম্পর্কিত তথ্যের স্বচ্ছতা এবং দুপাশেরই মামলার তথ্যের প্রতি প্রবেশ সঠিক রায়ের পূর্বশর্ত।

দুর্নীতিবিরোধী কমিশন আইন ২০০৪

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
২৯	বার্ষিক প্রতিবেদন কমিশন রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবে এবং রাষ্ট্রপতি এটি সংসদে পেশ করবেন।	দুর্নীতির তথ্য সরকারের জবাবদিহিতা যেমন বাড়াবে, তেমনি নাগরিকে সচেতন করে জাতীয় প্রগতি ঘটানো সম্ভব।

১৯৮১ সালের সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
	Right to know which seems to the implicit in the right to free speech and expression.	অন্যান্য মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তার জন্য তথ্য অধিকারের প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া বিকল্প নেই।

আব্দুল মোমেন চৌধুরী এবং অন্যান্য Vs বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ২০০৫

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
	সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ এ রায়ে বলেছে যে, যদিও নির্বাচনী প্রার্থীর অতীত সম্পর্কে "People's Representation Order 1972" তে কিছু বলা নেই। তারপর এটি একটি বিশেষ অধিকার।	নির্বাচনের প্রার্থীর সব তথ্য নির্ধারণী প্রক্রিয়াকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি নাগরিককে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনে সহায়তা করে।

সংসদেও কার্যবিধি

ধারা	সার-সংক্ষেপ	মন্তব্য
৪১-৫৮ এবং ৩০১-৩০২	একজন সংসদ সদস্য তথ্য সংগ্রহ করতে অধিকারপ্রাপ্ত।	সরকারেরও অধিকার আছে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রাপ্তির।

পাঠ উপকরণ

অধিকার এবং মানবাধিকার

অধিকার কী অথবা কাকে বলে?

অধিকার হচ্ছে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার দাবি, যা নৈতিক কিংবা আইনগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনবিজ্ঞানী সেমন্ড খুব সহজ করে বলেছেন 'আমার জন্য অন্যদের যা করতে হবে, সেটাই আমার অধিকার'।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

আইন থেকে অধিকারের সৃষ্টি হয় না। সমাজে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অধিকারের জন্ম হয়। কোনো আইন কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত এটি থাকে নৈতিক অধিকার। আর আইন স্বীকৃতি দিলে হয়ে যায় আইনগত অধিকার। ব্যাপক অর্থে অধিকার তাই দুভাগে বিভক্ত– (ক) নৈতিক অধিকার ও (খ) আইনগত অধিকার।

নৈতিক অধিকার

- যে অধিকারের ভিত্তি নৈতিকতা এবং যা ভঙ্গ করলে নৈতিক অপরাধ হয়, তাকে নৈতিক অধিকার বলে। যেমন– সন্তানের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়ার নৈতিক অধিকার মাতা-পিতার রয়েছে।

আইনগত অধিকার

- যে অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং যা ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয়, তাকে আইনগত অধিকার বলে। যেমন– ঋণদাতার ঋণের টাকা ফেরত পাবার অধিকার।

মানবাধিকার কী?

মানুষ হিসেবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ-নির্বিশেষে সবাই যে অধিকার ভোগ করে, তাই মানবাধিকার।

মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বোঝায় না; মানবাধিকার শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে (as a human being) দাবি করতে পারে। এ অধিকারগুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়; এগুলো চিরন্তন এবং সর্বজনীন এবং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ এ অধিকারগুলো নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে শান্তি-নিরাপত্তা ও মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪-১৯১৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর গঠিত হয় জাতিসংঘ। ১৯৪৬ সালে এলিনর রুজভেল্টের নেতৃত্বে গঠিত হয় মানবাধিকার কমিশন। এ কমিশনের দায়িত্ব ছিল তিনটি: একটি সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা প্রণয়ন করা, একটি মানবাধিকারের চুক্তি তৈরি করা এবং চুক্তি বাস্তবায়ন পদ্ধতি তৈরি করা।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR)

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে পৃথিবীর সকল দেশের সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করেন।

সংক্ষেপে মানবাধিকারের বিষয়গুলো হলো:

১. সমতার অধিকার;
২. সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার;
৩. জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার;
৪. দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার;
৫. নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকার;
৬. আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার;
৭. আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইনের আশ্রয় সমানভাবে পাওয়ার অধিকার;
৮. উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকার;
৯. বেআইনি আটক ও বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের অধিকার;
১০. নিরপেক্ষ প্রকাশ্য শুনানির অধিকার;
১১. অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মতো আচরণ পাওয়ার অধিকার;
১২. পরিবার, বাড়ি এবং পত্রযোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার;
১৩. স্বাধীনভাবে যে কোনো দেশে যাওয়া ও আসার অধিকার;
১৪. অমানবিক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকার;
১৫. জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার;
১৬. বিয়ে করা এবং পরিবার গঠন করার অধিকার;
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার;
১৮. নিজস্ব বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার;
১৯. মতামত দেয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার অধিকার;
২০. শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার;
২১. মুক্ত নির্বাচন ও সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার;
২২. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার;
২৩. কাঙ্খিত কাজ পাওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার;
২৪. অবসর ও বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার;
২৫. স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রার অধিকার;
২৬. শিক্ষার অধিকার;
২৭. সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার;
২৮. মানবাধিকার রক্ষাকল্পে সামাজিক নিশ্চয়তার অধিকার;
২৯. সমাজের প্রতি প্রত্যেকের ওপর অর্পিত কর্তব্য পালনের মাধ্যমে একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব– এ চেতনা তৈরি করা;
৩০. উপর্যুক্ত অধিকারগুলোর ব্যাপারে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।

সুশাসন ও মানবাধিকার

জনগণের কল্যাণে সরকারের যে কার্যক্রম এবং সে কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হয় তাকে গভর্ন্যান্স বলে। আবার অন্যভাবে বলা যায়– গভর্ন্যান্স হলো শাসন প্রক্রিয়া। সরকার তার নীতিমালা, আইন-কানুন বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, তাকেই বলে গভর্ন্যান্স।

গভর্ন্যান্সের মধ্যে আমরা দুটি বিষয় দেখতে পাই–

১. নীতিমালা
২. কাঠামো

নীতিমালা: নীতিমালার মাধ্যমে জনগণের চাহিদা, অধিকার, জবাবদিহিতা, সকল কাজের সৃষ্ট ব্যবস্থাপনা, সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়।

কাঠামো: নীতিমালায় জনগণের যে অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও সেবার কথা উল্লেখ রয়েছে তা কীভাবে নিশ্চিত বা বাস্তবায়ন করা হবে, তাই হলো কাঠামো। কাঠামো ও নীতিমালা জনগণের মধ্যে একটা দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ তৈরি করে।

গভর্ন্যান্সের আওতা

সরকারের কার্যক্রম নির্ধারিত ও পরিচালিত হয় সংসদ, বিচার বিভাগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ ইত্যাদির মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষা সরকারের একটি কার্যক্রম। নাগরিকের শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের যে শিক্ষা কার্যক্রম তা প্রথমে সংসদে অনুমোদন করা হয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দপ্তর এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে। এক্ষেত্রে সংসদ থেকে শুরু করে ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের বিদ্যালয়, কলেজ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার এমনকি আমাদের পরিবার সবকিছুই গভর্ন্যান্সের আওতায় পড়ছে।

সুশাসন (good governance)

জনগণের কল্যাণে স্বল্প সময়ে, পরিমিত ব্যয়ে এবং জনগণের সম্মতি ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জনগণের প্রয়োজন মেটাতে ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে যে গভর্ন্যান্স বা প্রক্রিয়া, তাকে সুশাসন বলে।

সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

অংশগ্রহণ

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় তারা যাদের জন্য কাজ করছে তাদেরকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানে যারা রয়েছে, তাদের সকলের আরও বেশিমাত্রায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। যেমন– এলাকার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ, সর্বোপরি এলাকার জনগণের সম্পৃক্ততা অবশ্যই থাকতে হবে।

জবাবদিহিতা

যে কোন প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ বা সমিতি তাদের রীতি-পদ্ধতি, বিধি-বিধান, আচার-আচরণ সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার, যাদের সাথে কাজ করছে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করবেন। যেমন, ওই বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষার মান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে শুধু সরকারি কর্মকর্তার কাছেই নয়; বরং ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদ, এলাকার জনগণের কাছেও জবাবদিহি করবে।

স্বচ্ছতা

যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ বা সমিতি তারা কী করছে, উদ্দেশ্য কী, তাদের রীতি-পদ্ধতি, আয়-ব্যয় এসব সম্পর্কে শুধু নিজেদের মধ্যে নয়; সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ বা ওয়ার্ড, যাদের সঙ্গে কাজ করছে এবং এলাকার জনগণ সবার কাছে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। যেমন– এলাকায় একটি এনজিও কাজ করছে। এ সংস্থার উদ্দেশ্য, নিয়মনীতি, কর্মপদ্ধতি, এর আয়-ব্যয় এ সবকিছু সংস্থায় যারা কাজ করছে, এ সংস্থা যাদের সাথে কাজ করছে, এলাকার সংশ্লিষ্ট গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠান এবং জনগণ সবার কাছে স্পষ্ট থাকবে।

নির্ভরযোগ্য ও সমতাধর্মী আইনি কাঠামো

সবকিছু একটি আইনি কাঠামোর আওতায় থাকতে হবে এবং এই আইনি কাঠামো অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ নির্ভর করতে পারে না বা আস্থা রাখতে পারে না। এরকম যেন না হয় সেটি নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামোটি হতে হবে সমতাধর্মী।

তথ্যের সহজলভ্যতা

যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ বা সমিতি তাদের কার্যক্রম উদ্দেশ্য রীতি-নীতি বা বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য যাতে এলাকার জনগণ বা সংশ্লিষ্টরা সহজে পেতে পারেন, সেজন্য তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি।

দক্ষ ও উত্তম ব্যবস্থাপনা

দক্ষ ও উত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠানই সুনামের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের কাছে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যায় না বলে দুর্নাম রয়েছে। কাজেই স্বল্পব্যয়ে সঠিক সময়ে গ্রাহকের প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ হবে হবে।

নারী-পুরুষের সমতা

মানুষ হিসেবে প্রতিটি নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। কাজেই এ বিষয়টি নীতিমালার দ্বারা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং নীতিমালা অনুযায়ী সিদ্ধান্তগ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় এবং প্রতিক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, তার ইস্যুসমূহ, সুফলভোগ ইত্যাদি যাতে নিশ্চিত হয়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে নারী-পুরুষের মধ্যকার বর্তমান বৈষম্য কাটিয়ে ওঠা যায়।

তথ্য অধিকারের ধারণা

যেসব তথ্য সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক, যেগুলোর অভাবে এ অধিকারগুলো অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্থ হয়, সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলা হয়। তথ্য অধিকারের ক্ষেত্র তৈরি হয় মূলত তথ্য গোপন করার নানা রকম আইনি ও বেআইনি আয়োজনের কারণে। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা মূলত রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিখাত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে ও জনগণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, কিছু তথ্য আইনের আচ্ছাদনে গোপন করে এবং সিংহভাগ তথ্য আইন দ্বারা গোপন করা না হলেও তা নাগরিক চাইলে বিভিন্ন অজুহাতে (বিশেষ করে আইনের অজুহাতে, কেননা, হয় আইনে চাহিদাকৃত তথ্যকে গোপনীয় করা হয়নি, অথবা, গোপন করা হয়েছে কিনা তা অস্পষ্ট) প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হয়।

রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিখাত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ড নাগরিক জীবনকে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। সরকার সবচেয়ে বড় ও ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান এবং আইন দ্বারা সবচেয়ে সুরক্ষিত। তাই তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকলেও তথ্য অধিকার বলতে সাধারণভাবে সরকারি তথ্যে অধিকারকে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এ ধারণা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে। একমাত্র তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বেসরকারি সংস্থাকেও কর্তৃপক্ষ হিসেবে আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্যই শক্তি, একথা প্রতিদিন সত্য প্রমাণিত হচ্ছে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের কাছে– যারা তথ্য অধিকারের বলে বলীয়ান হয়ে খাদ্যের অধিকার আদায় করছে, আদায় করছে নির্যাতনমুক্ত জীবনযাপনের অধিকার। তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জানতে পারছে এবং সেগুলো তার সরকারের কাছ থেকে আদায় করার ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছে। তথ্যের অধিকারের ফলে নাগরিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছে, সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাই সরকারের কাছে গচ্ছিত তথ্যের মালিক আমরা জনগণ; এটি শুধু সরকারের সম্পত্তি নয়। তথ্য অধিকারের এটিই মৌলিক ভিত্তি। গণতন্ত্রে সরকারের অস্তিত্ব হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা ও জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্যে। তাই সরকার কী করছে তা জানার স্বাভাবিক অধিকার আছে জনগণের। সরকার যে তথ্য সৃষ্টি করে তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এবং যে তথ্য সংগ্রহ করে, তা জনগণের সম্পদ ব্যবহার করে জনগণের উপকারের জন্যই। তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও আহরণ (retrieval) জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যেই করা হয়ে থাকে।

তথ্য অধিকারের তিনটি পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে– অধিকার পরিপ্রেক্ষিত, সুশাসন পরিপ্রেক্ষিত ও উন্নয়ন পরিপ্রক্ষিত। একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও প্রতিটি পরিপ্রেক্ষিতের একটি নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে।

তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি, রোধ করবে দুর্নীতি

অধিকার পরিপ্রেক্ষিত: তথ্যপ্রাপ্তি একটি অধিকার। এই অধিকার একজন মানুষের অন্যান্য অধিকারকে সমুন্নত রাখে। ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিসর– সবকিছু নির্ধারিত হতে পারে ওই নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির বাস্তবতার ওপর। নাগরিকদের মেধা ও মননের বিকাশে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক। তথ্যের অভাবে একজন নাগরিকের চিন্তার ব্যাপ্তি খর্ব হয় এবং তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। সে জানতেও পারে না রাষ্ট্র তার জন্য কী কী সেবা প্রসারিত করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্রামাঞ্চলে অনেক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা শুধু তথ্যের অভাবেই তাদের জন্য নির্ধারিত বয়স্কভাতা পান না। এটি প্রমাণিত যে, ব্যক্তি এবং তার সম্পদের নিরাপত্তার জন্যই তথ্যের প্রয়োজন।

নাগরিকদের চিন্তা, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মধ্যে বিষয়টি প্রতিফলিত হতে পারে। সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য তথ্যের দরকার। ব্যক্তির জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তথ্যের অভাবে একজন নাগরিক জানতে পারে না রাষ্ট্র তার জন্য কী কী সেবা প্রদান করে। এ অজ্ঞানতার জন্য তার অন্য অধিকারগুলো খর্বিত হয়।

সুশাসন পরিপ্রেক্ষিত: তথ্যের সুষম প্রবাহ দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয়, এটি রাষ্ট্রযন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতার পরিসর তৈরি করে। এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। জনগণের অংশগ্রহণ সহজ হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে গণতন্ত্র সুসংহত হয়। এর মধ্যদিয়ে রাষ্ট্র প্রকৃত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়। একজন নাগরিকের অধিকার আছে ভোট প্রদানের জন্য তার ভোটার নাম্বার এবং ভোটকেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার। কিংবা একজন নাগরিক কীভাবে আয়কর ফরম পূরণ করতে হয় কিংবা এজন্য কী কী কাগজপত্র প্রয়োজনীয়, সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখেন। একজন অভিভাবক তার বিদ্যালয়-পড়ুয়া সন্তানের জন্য রাষ্ট্র থেকে যেসব সুবিধা পাওয়ার কথা, সে সম্বন্ধে জানতে চাইতে পারেন। দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের মানুষ তথ্যের অভাবে সরকারি হাসপাতালগুলো থেকে সঠিক চিকিৎসা সেবা নিতে পারে না, বরং নানাভাবে প্রতারিত হয়।

উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিত: সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িত প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞান রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার আওতায় পড়ে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এগুলো জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা বা উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে একেবারেই সীমিত। ফলে সরকারি সেবা যা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য গৃহীত হয়, সেগুলোর ন্যায্য হিস্যা ও কীভাবে পাবে তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে না জানার ফলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা আরও বঞ্চিত হয় এবং এর ফলে তারা

উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় আসতে পারে না। এ কারণে সার্বিকভাবে সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ না থাকায় দুঃস্থ ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি (ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড), কৃষি ভর্তুকি নিয়ে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা এখন একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব।

দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্যের ভূমিকা: বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা (Safty-net) কার্যক্রমের আওতায় সরকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের জন্য নানা ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। প্রকৃত অসহায় মানুষেরা অনেক সময় সেটি ভোগ করতে পারে না। দেখা যায়, তথ্য না জানার কারণে অন্যেরা অন্যায়ভাবে তাদের অধিকার হরণ করে। তথ্য জানা থাকলে এ সমস্যায় পড়তে হয় না। যেমন, একজন অসহায় বৃদ্ধা যদি বয়স্ক ভাতা না পান, তাহলে সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসে গিয়ে নামের তালিকা বের করে তার অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে পারে। অনেক সময় সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা না পেয়ে বেসরকারি খাত থেকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দরিদ্র মানুষজন ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। তথ্যের অভাব তাকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে। সঠিক তথ্যের অভাবে অনেক টাকা খরচ করে আদম বেপারীর মাধ্যমে প্রবাসে যেয়ে ফেরত আসে অনেকে। তাদের অবস্থান আরও শোচনীয় হয়ে যায়। তথ্য জানা থাকলে এ অবস্থায় পড়তে হয় না।

বাংলাদেশের নিজস্ব আইন ও দলিলে তথ্য অধিকারের প্রতিফলন

বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনগুলোর বেশকিছু ধারা যেমন নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঠিক একইভাবে তথ্যঅধিকারকে অস্বীকার করা হয়, এরকম আইনও কম নয়। তবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নের ফলে তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইনসমূহ বাধা হয়ে দাড়াবে না বলে আশা করা যায়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকেরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে এ অঞ্চলে অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট-এর প্রবর্তন করে, যা স্বাধীন বাংলাদেশেও কার্যকর। তবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে যে 'বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা'র নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তথ্য অধিকার আইন সেটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশ ও ভারতের সুশীল সমাজের তথ্য অধিকার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে বিষয়টি ভালোভাবে চিহ্নিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে তথ্য জানার অধিকার শুধু বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এটি আরও বড় মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট

বিভাগ 'আব্দুল কাদের বনাম বাংলাদেশ' (DLR, 1994, 46) মামলায় নিষ্পত্তিতে তথ্যস্বাধীনতাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে বিবেচনা করেছে (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০০৮, পৃ. ১৩৪)।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অর্জনে তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের একাধিক উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তথ্য জানার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ২০০৭ সালের মে মাসে হাইকোর্ট একটি রায় প্রদান করেন। ওই রায়ে হাইকোর্ট-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফৌজদারি অপরাধের তালিকা (যদি থাকে), প্রার্থীর পেশা, আয়ের উৎস ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে গণমাধ্যমে দেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি নির্দেশ জারি করেন। ফলে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো আগের নির্বাচনের তুলনায় প্রার্থী মনোনয়নে সতর্ক ছিল।

১. নিয়ম মেনে আবেদন করে ভূমিসংক্রান্ত তথ্য পেলো ভূমিহীন মানুষ (পৃ. ৩২)

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডার এলাকার ভূমিহীনরা সরকারি আইন অনুযায়ী খাস জমির বরাদ্দ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন। সম্প্রতি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যর্থ হলেও উপজেলা পর্যায় থেকে তারা খাস জমি সংক্রন্ত তথ্য পেতে সক্ষম হন।

কাগজপত্র জাল করে স্থানীয় জোতদাররা এলাকার খাস জমির বেশিরভাগ দখল করে রেখেছিল। আর খাস জমি বিতরণে সরকারি কর্মচারীদের অসততা ও নিস্পৃহ ভাব তাদের সুবিধা করে দিয়েছিল। এ বছর ভূমিহীনদের সমিতি তথ্য অধিকার আইনের সহায়তায় এলাকার খাস জমির প্রকৃত অবস্থা জানতে উদ্যোগী হয়–

প্রথম ব্যর্থতা

আলেকজান্ডার এলাকার ভূমিহীন সমিতির সদস্য রিয়াজ ২০১০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তার কাছে খাস জমির তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করেন। সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আবেদনটি গ্রহণ করে তাতে স্বাক্ষর করে দেন। নির্ধারিত দিনে তথ্য আনতে গেলে রিয়াজকে তথ্য না দিয়ে তাকে আবার উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে বলা হয়।

দ্বিতীয় আবেদনে সাফল্য

ভূমিহীন সমিতির একটি সভায়, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসহযোগিতার ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত হয়। ২৪ নভেম্বর একশরও বেশি ভূমিহীন মানুষ মিছিল করে উপজেলা ভূমি অফিসে যান। তারা উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তার কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ করেন যে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাদেরকে তথ্য দেয়নি।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূমিহীনদের সম্মিলিত দাবির মুখে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। সহকারী কমিশনার বলেন, উপজেলা ভূমি অফিসে একজন তথ্য কর্মকর্তা কর্মরত আছেন এবং তাঁর কাছে আবেদন করলে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য পাওয়া যায় তারা সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। এর প্রেক্ষাপটে ওই দিনই সিদ্দিকুর রহমান নামে একজন ভূমিহীন কৃষক উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

খাস জমিসংক্রান্ত যা যা তথ্য ভূমিহীনরা জানতে চেয়েছিল, উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্য কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবই সরবরাহ করেন। এ ব্যাপারে ভূমিহীনদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মৌখিকভাবে অভিযোগ করলে কোনো ফল হবে না। এ কারণেই ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসহযোগিতার ব্যাপারে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা নিতে পারেনি। ভূমিহীনরা সিদ্ধান্ত নেন- এর পর থেকে অভিযোগ করলে তা লিখিত এবং যৌথভাবে করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তর

১. জানার অধিকার মানে কী?

২. জানার অধিকার পেলে আমাদের কী সুবিধা?

৩. তথ্য দিয়ে সরকারের কী লাভ?

অধিবেশন ৩

তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রাপ্তির পথ

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা–

- তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং
- বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি ও তথ্য অধিকার আইন কীভাবে প্রণীত হলো সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

আলোচ্য বিষয়

- তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট;
- বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রাপ্তির পথ;
- দেশে দেশে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা।

পদ্ধতি

বক্তৃতা, আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন

উপকরণ

চার্টপেপার, বোর্ড মার্কার, পাঠ উপকরণ

সময়: ৯০ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ ১

অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা ইতোমধ্যে তথ্য কী, তথ্য অধিকার কী সে সম্পর্কে আলোচনা শেষ করেছি। বলুন, এখন আমরা কয়েকটি বিষয় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবো। প্রথমেই আসুন আলোচনা করি তথ্য অধিকারের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। অর্থাৎ তথ্য অধিকার যে শুধু একটি নির্দিষ্ট দেশের বিষয় নয়, এটি একই সঙ্গে সকল দেশের, সকল নাগরিকের একটি অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার সে সম্পর্কে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। বলুন, এই অধিকার অন্যান্য দেশে এমনিতেই আসেনি, দেশে দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠায় সচেতন নাগরিক সমাজকে অব্যাহতভাবে কাজ করতে হয়েছে। সর্বোপরি তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে।

বলুন, তথ্য গোপন করে নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা, সম্পদ লুট করা, নিজেদের ভোগবিলাসে সাধারণ মানুষকে ন্যয্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করার ইতিহাস সারাবিশ্বেই ছিল এবং এখনও আছে। সেদিক থেকে বলা যায়, যখনই গণতন্ত্রের জন্য দাবি জোড়ালো হয়েছে, যখনই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে, ঠিক তখনই তথ্য অধিকারেরও দাবি উঠেছে। কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য না পেলে বা তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার না থাকলে গণতন্ত্র যেমন অর্জিত হয় না ও হলেও কার্যকর করা যায় না; তেমনি মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয় না। বলুন, তাই তথ্য

অধিকারকে আমাদের বুঝতে হবে আন্তর্জাতিক পরিপ্রক্ষিত থেকে এবং এটি কোনো বিচ্ছিন্ন অধিকার নয়; বরং মানবাধিকার ও সুশাসনের অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে এর যথাযথ আইন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত হওয়া দরকার।

বলুন, তথ্য অধিকারের আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতটি সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা এখন দেখব এ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ। এ পর্যায়ে অঙ্গীকারসমূহ (প্রশিক্ষণ উপকরণের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার চার্টটি ব্যবহার করুন) চার্টপেপার বা (স্লাইড-৩.১, ৩.১.১ ও ৩.১.২) তুলে ধরে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ধাপ ২

বলুন– আমরা এখন দেখবো অন্যান্য দেশে তথ্য অধিকার প্রাপ্তির সময়কাল এবং এই অধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমে অর্জিত কিছু উল্লেখযোগ্য সফলতা। এ পর্যায়ে (স্লাইড-৩.২) তুলে ধরুন।

বলুন, আমরা যে চার্টটি দেখলাম, তাতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো দেশ তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা অনেক আগেই। কিছু দেশ সম্প্রতি এই স্বীকৃতি দিয়েছে। বলুন, এখন আমরা কয়েকটি ঘটনা দেখব যেখানে তথ্য অধিকারপ্রাপ্তির মাধ্যমে কীভাবে সফলতার দৃষ্টান্ত তৈরি হচ্ছে তা জানা যাবে। এবার পাঠ উপকরণে বর্ণিত কেস স্টাডিগুলি তুলে ধরুন এবং প্রত্যেকটি ঘটনার প্রভাব আলোচনা করুন। বর্ণিত ঘটনাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরার জন্য আগেই ঘটনার মূল দিক, তারিখ, অর্জন, প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে স্লাইড তৈরি করে নিতে পারেন। ফলে চার্টটি প্রদর্শন করে আলোচনা করতে সুবিধা হবে।

ধাপ ৩

বলুন, এবার আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশে তথ্য অধিকার কীভাবে অর্জিত হল। অর্থাৎ দেশে তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি এবং এ অধিকার সুরক্ষায় একটি আইন (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯) কীভাবে পেলাম? এ পর্যায়ে কয়েকজনের কাছে জানতে চান তারা এ সম্পর্কে কী জানেন। কয়েকজনের কাছে শুনুন। অংশগ্রহণকারীদের ধারণা থেকে জানার চেষ্টা করুন যে, তারা এই অধিকারের স্বীকৃতি ও আইনটি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে কতটুকু অবগত।

বলুন, বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি ও এ লক্ষ্যে একটি কার্যকর আইন প্রণয়নের পথ অনেক দিনের। বলুন, আমরা তথ্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অবস্থানে আছি, তা খুব সহজে অর্জিত হয়নি। এর জন্য অনেক অনেক ব্যক্তি, সংগঠন অব্যাহতভাবে কাজ করেছেন। বলুন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি এবং দেশে একটি কার্যকর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এককভাবে এবং একইসঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে সমমনা সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে এবং সবশেষে তথ্য অধিকার ফোরাম গঠন করে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছে।

এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে তথ্য অধিকার প্রাপ্তির পথ বা তথ্য অধিকার প্রাপ্তির কালানুক্রমিক ধাপগুলো তুলে ধরুন (স্লাইড-৩.৩)।

সারসংক্ষেপ

বলুন, আমরা এ অধিবেশন শেষ করতে যাচ্ছি। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে সংক্ষেপে জানতে চান তারা এখান থেকে কী ধারণা পেল? কয়েকজনের কাছে শুনুন। বলুন, এখানে আমরা মূলত তথ্য অধিকারের আন্তর্জাতিক পরিপ্রক্ষিত এবং জাতীয় পর্যায়ে কী কী প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে তা জানার চেষ্টা করেছি। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ণে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কীভাবে পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে সেরকম কয়েকটি ঘটনা দেখলাম। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন বা মতামত না থাকলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

প্রশিক্ষণ উপকরণ

স্লাইড-৩.১

জাতিসংঘ ঘোষিত তথ্যে স্বাধীনতা-সংক্রান্ত নীতিমালা

- **সর্বোচ্চ প্রকাশ/উন্মোচন (maximum diclosure):** পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য প্রকাশে নৈতিক বা আইনগতভাবে বাধ্য এবং একইভাবে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভ বা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে; 'তথ্য' বলতে পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষিত সব রেকর্ড, তা যে মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হোক না কেন।
- **প্রকাশনার বাধ্যবাধকতা:** সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ রয়েছে এমন দলিল প্রকাশ করা এবং ব্যাপকহারে বিতরণ করা। যেমন– প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি এবং জনগণের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত বা নীতিসমূহ।
- **উন্মুক্ত সরকারের ধারণাকে প্রবর্তন করা:** ন্যূনপক্ষে আইন দ্বারা নিশ্চিত করা যেন জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিকার-সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা হয়; তার মধ্যে সরকারের গোপনীয়তার সংস্কৃতির যে সমস্যা তা মোকাবিলার পদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- **ব্যতিক্রমের ব্যপ্তি নিয়ন্ত্রণ:** সরকার বিব্রত হবে বা সরকারের কর্মকাণ্ডের অনিয়ম প্রকাশিত হয়ে পড়বে, এরকম পরিস্থিতি থেকে সরকারকে রক্ষার প্রচেষ্টার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানো যাবে না। আইনে তথ্য প্রকাশের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ তালিকা থাকা উচিত, যেন ব্যতিক্রমের সুযোগ কম থাকে এবং এই অজুহাতে যুক্তিযুক্ত তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার খর্ব না হয়।
- **তথ্যে প্রবেশাধিকার সহজ করার প্রক্রিয়া:** সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্মুক্ত, সহজলভ্য পদ্ধতি স্থাপন করা প্রয়োজন যেন নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়; আইনে অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে কঠোর সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং যেকোনো অস্বীকৃতিবা অপারগতা যথেষ্ট কারণসহ লিখিতভাবে জানানোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- **তথ্যমূল্য:** তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য যেন এমন না হয় যা সম্ভাব্য তথ্য আহরণকারীকে তথ্য আদায়ে নিবৃত করে এবং আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে।
- **উন্মুক্ত শুনানি:** আইনে এমন বিধান থাকা প্রয়োজন যেন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সব সভা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে।
- **প্রকাশের (disclosure) অনুবর্তিতা বা অন্যান্য আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা:** আইনে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যেন অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা, যতদূর সম্ভব, এই আইনের শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ব্যতিক্রমগুলোও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং অন্যান্য আইন যেন ব্যতিক্রমের তালিকাকে সম্প্রসারণ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আফ্রিকার ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের নীতিমালাসমূহ

- প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি সংস্থার তথ্য ব্যবহারের অধিকার আছে।
- প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহার করার যদি তা অন্যান্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠা বা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- যদি তথ্যপ্রাপ্তিতে নাগরিককে কোনো কারণে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে নাগরিক একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোর্টে আপিল করতে পারবে।
- কোনো তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন না থাকা সত্ত্বেও যদি সরকারি সংস্থার তথ্য জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে সেসব তথ্য নিজের উদ্যোগেই নাগরিকের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিবে।
- তথ্যগোপন করার আইনগুলো নতুন করে পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে যাতে নাগরিকের তথ্য অধিকারে কোনোভাবেই বাঁধার সৃষ্টি না করতে পারে। আফ্রিকান ইউনিয়নের 'কনভেনশন অন প্রিভেনটিং অ্যান্ড কমব্যাটিং করাপশান' আরও জোরালোভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্লাইড-৩.১.১

কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার প্রধান নীতিমালাসমূহ

- সদস্য রাষ্ট্রগুলো তথ্যের স্বাধীনতাকে একটি আইনসম্মত এবং কার্যকরী অধিকারে রূপান্তরিত করবে।
- সরকারগুলো উন্মুক্ত ও বাঁধাহীন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- নাগরিকের তথ্য অধিকারের কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র সংরক্ষিত থাকতে পারে কিন্তু এসব ক্ষেত্র যতো কম হবে ততো ভালো।
- সরকার তথ্য সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
- যদি নাগরিকের চাহিদানুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তি না ঘটে, তাহলে তথ্য চাওয়ার আবেদনপত্রের ওপর স্বাধীনভাবে পুনরায় নিরীক্ষণ হবে।

স্লাইড-৩.১.২

তথ্য অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ

- সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৯ ধারা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ (International Covenant on Civil and Political Rights) স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন নিয়োজিত বিশেষ Rapporteur ঘোষণা করেন যে, ICCPR-এর ধারা ১৯ অনুসারে তথ্যে প্রবেশাধিকার (Access to information) বিশেষ করে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত যেকোনো মাধ্যমে সংরক্ষিত তথ্যে নিশ্চিত করার বিশেষ দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়।
- ২০০৪ সালে জাতিসংঘের কথা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ Rapporteur, আমেরিকান রাষ্ট্রসংঘ এবং ইউরোপিয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রর্বতনের আন্তর্জাতিক পদ্ধতিসমূহের ব্যাপারে যৌথভাবে একটি ঘোষণা দেন।
- সুদীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়ের সফল আন্দোলনের ফসল হিসেবে ভারতে প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশ পর্যায়ে (যেমন তামিলনাড়ুতে ১৯৯৭, গোয়ায় ১৯৯৭, রাজস্থানে ২০০০, মধ্য প্রদেশে ২০০০, কর্নটকে ২০০০, দিল্লিতে ২০০১ সালে) এবং ২০০৫ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়।
- পাকিস্তানে ২০০২ সালের নভেম্বও মাসে তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।
- নেপালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্লাইড-৩.২

বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আইনের স্বীকৃতি		
আলবেনিয়া	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	নরওয়ে
আর্মেনিয়া	ফিনল্যান্ড	পাকিস্তান
অস্ট্রেলিয়া	ফ্রান্স	প্যারাগুয়ে
আজারবাইজান	জর্জিয়া	পোল্যান্ড
বাংলাদেশ	জার্মানি	**মোল্দাভিয়া**
বেলজিয়াম	গ্রীস	রোমানিয়া
বেলিজ	হংকং	সার্বিয়া
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা	হাঙ্গেরি	স্লোভাকিয়া
ব্রাজিল	আইসল্যান্ড	স্লোভেনিয়া
বুলগেরিয়া	ভারত	সাউথ আফ্রিকা
কানাডা	আয়ারল্যান্ড	দক্ষিণ কোরিয়া
কেম্যান	ইস্রায়েলের	সুইডেন
চিলি	ইতালি	সুইজারল্যান্ড
চীন	জ্যামাইকা	থাইল্যান্ড
কলোমবিয়া	জাপান	ত্রিনিদাদ ও টোবাগো
কুক দ্বীপপুঞ্জ	লাটভিয়া	তুরস্ক
ক্রোয়েশিয়া	লাইবেরিয়া	উগান্ডা
চেক প্রজাতন্ত্র	ম্যাসেডোনিয়া	ইউক্রেন
ডেনমার্ক	মালয়েশিয়া	যুক্তরাজ্য
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	মেক্সিকো	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ইকুয়েডর	মন্টিনিগ্রো	উরুগুয়ে
এস্তোনিয়াতে	নেদারল্যান্ড	জিম্বাবুয়ে
ইউরোপ	নিউজিল্যান্ড	

৬৯ টি দেশ ও
ইউরোপীয় ইউনিয়ন
১৫টি দেশে স্থগিত

তথ্য সূত্র: উইকিপেডিয়া, ইন্টারনেট

স্লাইড-৩.৩

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক

সময়	উদ্যোগ/অর্জন
১৯৮৩	তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রেস কাউন্সিল তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের দাবি তুলেছিল।
১৯৯৯	কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস-এর সহযোগিতায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্টসহ বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তথ্যপ্রাপ্তির পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ঢাকায় তিনদিনের একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল।
২০০২	অধিকার, সুশাসন নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহয়তা দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে মানবাধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
২০০৫	বাংলাদেশে তথ্যে প্রবেশাধিকার কী পর্যায়ে আছে– এ-সংক্রান্ত একটি মূল্যায়ন ও জরিপ পরিচালনা করা হয় সিএইচআরআই, দিল্লির সহযোগিতায়। 'তথ্য অধিকার: জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রেক্ষিত' শিরোনামে দুদিনের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
২০০৬	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তিনটি কোর গ্রুপ তৈরিতে সহায়তা করে। আইন বিষয়ক কোর গ্রুপ তথ্য অধিকার আইনের খসড়া তৈরির দায়িত্ব নেয়। বৃহত্তর পরিসরে এটি জানানো এবং জনগণের কাছ থেকে মতামত পাওয়ার লক্ষ্যে সংস্থাটি তাদের ওয়েবসাইট এবং একটি জাতীয় দৈনিকে খসড়া আইনটি প্রকাশ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক হয়। এছাড়া সুশীল সমাজে খসড়া আইনটি নিয়ে আলোচনা হয়।
২০০৭	আইন বিষয়ক কোর গ্রুপ খসড়া আইনটি আইন, বিচার ও সংসদ এবং তথ্য উপদেষ্টার কাছে বিবেচনার জন্য পেশ করে। অগ্রগতি জানার জন্য এই কোর গ্রুপের সদস্যরা একাধিকবার আইন উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এমজেএফ 'গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
২০০৮	১১ মার্চে খসড়া চূড়ান্ত করার আগে এ ব্যাপারে মতামত ও পরামর্শ নেয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ১৮ জুনে উপদেষ্টা পরিষদ খসড়াটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করে। ২১ আগস্টে 'তথ্য অধিকার ফোরাম' যাত্রা শুরু করে। ৩০টিরও বেশি সংগঠন ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ব্যক্তি এ ফোরামের সদস্য। ৩১ আগস্টে 'তথ্য অধিকার: নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার' শিরোনামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। ২০ অক্টোবর অধ্যাদেশ প্রণীত হয়।
২০০৯	২৯ মার্চে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস করে।

পাঠ উপকরণ

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আন্দোলন

সুস্পষ্ট সাংবিধানিক নিশ্চয়তার অভাব, ব্যাপক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর অধিকার-সচেতনতার অভাব এবং সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যপ্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে গণ্য না করার মনোভাব– এই ত্রিমুখী সমস্যার আবর্তে বাংলাদেশে তথ্য জানার অধিকার আন্দোলনের ইস্যু বা বিষয় হিসেবে দীর্ঘদিন যথাযোগ্য গুরুত্ব পায়নি। তথ্য অধিকারের আন্দোলন মূলত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত ছিল। অধিকার-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত আইনজীবি, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী প্রভৃতি শ্রেণী-পেশার মানুষ এ অধিকারের ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছেন।

ধারণাগত পার্থক্যের কারণে তথ্য অধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে সময় নেয়। সাংবাদিকতায় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অত্যন্ত জটিল ছিল। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে তথ্যপ্রদানে স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তথ্য অধিকারের প্রসঙ্গ বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় আসে। তবে সুশাসন ও উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকারের বিষয়টি আলোচনায় আসে নববইয়ের দশকে। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে আইনের কারণে অপ্রকাশযোগ্য তথ্যের চেয়ে উন্মুক্ত তথ্য, যা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না, এমন তথ্যই আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই ধারার সূচনা করে এমএমসি। এমএমসি বিশ্ব তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে কয়েক বছর অনেকগুলি সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে তথ্য অধিকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার (access to information) ইস্যুকে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে এমএমসি। এমএমসি তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অধিকার আইন-২০০২-এর খসড়া বাংলা অনুবাদ করে এবং অনুবাদকৃত খসড়া নিয়ে দেশের ১০টি জেলায় সেমিনারের আয়োজন করে এবং সেমিনার থেকে প্রাপ্ত মতামত আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। তবে তথ্য অধিকার আন্দোলনে সকল পক্ষের সমন্বয়হীনতা ছিল প্রকট।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পরে তথ্য অধিকার আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে। বেশকিছু সংগঠন অধিকার, সুশাসন ও উন্নয়ন– এই তিন পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি ও মাঠপর্যায়ে নিরীক্ষাধর্মী কাজ সম্প্রসারণ বা সূচনা করে। ফাউন্ডেশন নিজে নেতৃত্বের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। দেশে একটি গ্রহণযোগ্য ও জনবান্ধব তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের রয়েছে বহুমুখী অ্যাডভোকেসি ও প্রচারাভিযান কার্যক্রম।

বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অর্জনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) সঙ্গে কাজ শুরু করে। তথ্য অধিকার নিয়ে কোন সংগঠন কী কাজ করছে, তা জানার জন্য ফাউন্ডেশন সমীক্ষা চালায় এবং তার ভিত্তিতে কোর গ্রুপ তৈরি হয়। সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রকাশনা তথ্য অধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ ল'কমিশন 'তথ্য অধিকার আইন ২০০২' শিরোনামে যে কর্মপত্রটি তৈরি করেছিল, তার ওপর ভিত্তি করে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করে সরকারের কাছে দেয়া হয়। ২০০5 সালের জানুয়ারি মাসে তথ্য অধিকারের ওপর আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করে । ২০০৬ সালে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য অধিকার নিয়ে প্রচার শুরু করে এবং একজন আইন বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ আইনটির খসড়া প্রণয়ন করেন। এই খসড়া আইনটি প্রণয়নের সময় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত নেয়া হয়। তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকার আদায়ে সক্ষম হয় আন্দোলনে নিয়োজিত সংগঠনসমূহ। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০২ সালে আইন কমিশন কর্তৃক প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের খসড়া কর্মপত্র, নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের খসড়া কর্মপত্র এবং নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রণীত 'তথ্য অধিকার আইন'-এর ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে, যেখানে সুশীল সমাজের পক্ষে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন। সংসদ না থাকায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে ২০ অক্টোবর ২০০৮ তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ প্রণীত হয়। জাতীয় নির্বাচনের পর প্রশ্ন

দেখা দেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রণীত অধ্যাদেশসমূহ নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সংসদে আইন হিসেবে পাশ করবে কিনা। নবনির্বাচিত সরকার জনগুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশসমূহ সংশোধন করে সংসদে গ্রহণ করে। ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাশ করে। এই আইন ১ জুলাই ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। আইনটি সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করল।

তথ্য অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠনগুলির মধ্যে বিএনএনআরসি, কোস্ট ট্রাস্ট, সুপ্র, ব্রতী, ডি.নেট, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিএনএনআরসি ও এমএমসি তথ্য অধিকার, কমিউনিটি রেডিও, সম্প্রচার আইন নিয়ে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট কাজ করছে স্বাধীনতাযুদ্ধের তথ্য নিয়ে। তথ্য অধিকার তথা তথ্যের স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রচারাভিযানের ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান Article 19-এর সঙ্গে এমএমসিসহ অন্যান্য সংস্থার রয়েছে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

- মানুষের তথ্য জানার অধিকার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৯ সালে রোমের Ceres মানমন্দিরে সিনেট কর্তৃক দাপ্তরিক রেকর্ড সংরক্ষণ করার মধ্যদিয়ে।
- ১৭৬৫-১৭৬৬ সালে ফিনিশ রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক Anders Chyderius ফিনল্যান্ডের কোক্কোলা শহর থেকে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের আন্দোলন সূচনা করেন। তবে তথ্য অধিকার আইন প্রথম চালু হয় সুইডেনে। ১৭৬৬ সালে সুইডিশ পার্লামেন্ট Ordinance on Freedom of Writing and of the Press শীর্ষক তথ্যের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত আইনটি পাস হয়।
- যুক্তরাষ্ট্র Freedom of Information Act (১৯৬৬) গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৫০ সালের প্রথম দিকেই নাগরিকের তথ্য অধিকারের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় ইউরোপিয়ান কাউন্সিল।
- ২০০৮ সালের মে মাসে স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মানবাধিকার-সংক্রান্ত কমিটির স্থাপনের মাধ্যমে তথ্যঅধিকারে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়, যার মধ্যদিয়ে এখন যেকোনো নাগরিক অফিশিয়াল তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়বে না।
- ব্রিটেনে Freedom of Information Act ২০০০ তথ্য অধিকারের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাস করা হয়।
- পাকিস্তানে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। অধ্যাদেশের মাধ্যমে পাকিস্তানের নাগিরকরা অন্যান্য সরকারি তথ্যের জানার পাশাপাশি ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আইনের মাধ্যমে আসা প্রতিবন্ধকতার বিষয়ও জানতে পারবে।
- সুদীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়ের সফল আন্দোলনের ফসল হিসেবে ভারতে প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশ পর্যায়ে (যেমন তামিলনাড়ুতে ১৯৯৭, গোয়ায় ১৯৯৭, রাজস্থানে ২০০০, মধ্যপ্রদেশে ২০০০, কর্নাটকে ২০০০, দিল্লিতে ২০০১ সালে) এবং ২০০৫ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়।
- নেপালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ২০০৪ সালে জাতিসংঘের কথা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ Rapporteur, আমেরিকান রাষ্ট্রসংঘ এবং ইউরোপিয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রর্বতনের আন্তর্জাতিক পদ্ধতিসমূহের ব্যাপারে যৌথভাবে একটি ঘোষণা দেন।
- আফ্রিকান (বানুজুল) চার্টার অন হিউম্যান অ্যান্ড পিপল্‌স রাইটস-এর ধারা ৯(১)-এ সুস্পষ্টভাবে মানুষের তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।
- ২০০৪ সালের মে মাসে তিউশিয়ায় আরব লীগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলো মানবাধিকারের আরব সনদ ঘোষণা করে। আরব সনদের বিধি ৩২(১) সুনির্দিষ্টভাবে তথ্যপ্রাপ্তির নাগরিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- আশিয়ানভূক্ত দেশগুলো ১৯৬৭ সালে ব্যাংকক ঘোষণায় তথ্য অধিকারের কথা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যক্ত করে। জাতিসংঘ সনদের ধারা ১৯-কে স্বীকৃতি দেয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ওইসিডির যৌথ দুর্নীতিবিরোধী কর্মপরিকল্পনায় তথ্যের স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে দি প্যাসিফিক প্ল্যান, যেটি ১৬টি দ্বীপরাষ্ট্র অনুমোদন দিয়েছে।
- ১৯৮০ সালে বারবাডোস কমিউনিটি কমনওয়েলথের আইনমন্ত্রী পরিষদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের গুরুত্ব নিয়ে আলোকপাত করে।

১. সরকারি কাজের ওপর নজরদারির মাধ্যমে কাজের মান নিশ্চিত করল সাধারণ মানুষ (ক)

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার পদুমশহর ইউনিয়নে একটি সরকারি স্কুলভবন সম্প্রসারণের কাজে অনিয়ম হয়েছিল। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে ভূমিহীন নেতারা যুক্ত হয়ে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তুললে সরকারি কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হন। পরে সম্মিলিত চাপের মুখে ঠিকাদারও কাজটি যথাযথভাবে শেষ করেন।

মজিদের ভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান পদুমশহর ইউনিয়নে। সরকারি বিদ্যালয় হলেও এতে জায়গার অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা ছিল। এ কারণে যথাযথভাবে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকরা বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। ২০১০-২০১১ সালের নির্বাচনে ভূমিহীন সমিতি নেতা ফজলুল হক স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর ফজলুল হক বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণের ব্যাপারে ভূমিহীন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। সদস্যরা স্কুল ভবন সম্প্রসারণের দাবিতে তিন হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ভূমিহীন নেতাদের সমর্থন পেয়ে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ভবন সম্প্রসারণের দাবিতে সবার স্বাক্ষরসহ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি স্মারকলিপি দেন।

ভবন সম্প্রসারণের আবেদনটি এক সময় অনুমোদিত হয়। এ সংক্রান্ত প্রকল্পটির নাম দেয়া হয় 'অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ'। ২০১০ সালের জুন মাসে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকৌশল দপ্তর থেকে টেন্ডার আহ্বান করে। আবদুল হামিদ বাবু সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় তাকে কাজ দেওয়া হলেও, বাবু কাজটি স্থানীয় ঠিকাদার এনামুলকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেন। কিন্তু এনামুল কাজের মান নিয়ে খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না।

এটা দেখে ভূমিহীন সমিতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিসের কাছে প্রকল্পটি সম্পর্কে তথ্য জানতে চায়। তারা যেসব তথ্য চায় তার মধ্যে ছিল ভবনের নকশা এবং উপকরণের স্পেসিফিকেশন। ২৬ সেপ্টেম্বর সমিতি এই তথ্য হাতে পাওয়ার পর নির্মাণ প্রকল্পটির পরিকল্পনা এবং প্রকৃত কাজের মধ্যে তারা অমিল দেখতে পায়। তখন ভূমিহীনরা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে তাদের নির্মাণ প্ল্যান দাবি করেন। প্রতিষ্ঠানটি দাবি না মেনে হুমকি দেয় এবং তাদের ওপর হামলা করার চেষ্টা করে। এ ঘটনার পর সমিতি উপজেলা প্রকৌশলী এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ছাড়া তারা এ নিয়ে জনমত তৈরি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ঠিকাদারের ব্যর্থতা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভূমিহীনরা ২৯ সেপ্টেম্বর উপজেলা প্রশাসনের প্রকৌশলীর কাছে একটি স্মারকলিপি ও প্রায় দুশো লোকের স্বাক্ষর জমা দেয়। স্মারকলিপি দেওয়ার পর ভূমিহীন সমিতি সবাই মিলে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়। ১০ অক্টোবর উপজেলার সরকারি প্রকৌশলী, প্রধান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক আবদুল হামিদ এবং পদুমশহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিস্থিতি দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন। প্রায় তিনশ নারী-পুরুষ তাদের সমর্থন জানান। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, স্কুলভবনের ভিত তৈরি করতে যথাযথ উপকরণ ব্যবহৃত হয়নি। ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাবি করেন। এগুলো হচ্ছে–

১) কেন ওই উপঠিকাদারকে কাজ দেয়া হলো?
২) নির্মাণকাজের তথ্য চাওয়া হলেও ঠিকাদার কেন তা দেয়নি?
৩) কেন বাইরের নির্মাণকর্মী নিয়োগ করা হলো?
৪) কেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নিয়মিত কাজ দেখতে আসেননি?

ভূমিহীনদের প্রশ্ন শোনার পর প্রকৌশলী স্বীকার করেন যে, তত্ত্বাবধানের কাজে ঘাটতি ছিল। এর কারণে প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন আনা হলো। মূল ঠিকাদারকে নিজেদের কাজটি করতে বলা হলো। তারা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভিতটা নতুন করে তৈরি করেন। প্রকৌশলী নিয়মিত ভবনটি পরিদর্শনেরও অঙ্গীকার করেন। ভূমিহীনদের হস্তক্ষেপ ও প্রচেষ্টার ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের দিয়েই স্কুল ভবন সম্প্রসারণের কাজ ৯ নভেম্বর সফলভাবে শেষ হয়।

২. ভূমিহীনদের আন্দোলনে ইউনিয়ন পরিষদ বাধ্য হলো নীতি সংশোধনে (খ)

২০১০-১১ সালের জাতীয় বাজেট ঘোষণার পর চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার আমানুল্লাহ ভূমিহীন ইউনিয়নের সমিতির সদস্যরা বাজেটে কৃষিখাত বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়। তারা এ লক্ষ্যে জাতীয় কৃষিনীতিও নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণ করে।

কৃষিনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব দেখতে পেয়ে ভূমিহীনরা ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সম্পর্কেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর ধারাবাহিকতায় এই ভূমিহীনরা বিশেষ করে কৃষি কার্ড বিতরণ নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনের একটি অনিয়ম চিহ্নিত করে। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে ইউনিয়ন পরিষদ নীতি সংশোধনে বাধ্য হয়।

আমানুল্লাহ ইউনিয়নের ভূমিহীনরা প্রথমে 'নিজেরা করি'র সহায়তায় 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১০'-এর একটি কপি সংগ্রহ করেন। তারা এটি পড়ে জানতে পারেন যে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে কৃষি নীতি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এটি জানতে পেরে ভূমিহীনদের সমিতি ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার উদ্যোগ নেয়। সংগঠনটি একপর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১০-২০১১ সালের বাজেট সংগ্রহ করার জন্য ২০১০ সালের ৩ আগস্ট ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করেন। ভূমিহীনরা বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখে যে এলাকাবাসীর প্রয়োজন নয় বরং পরিষদের ব্যক্তিদের নিজেদের খেয়ালখুশিমতো স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে। ভূমিহীনরা ঠিক করে তারা এলাকার মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার দাবি জানাবে।

তথ্যের জন্য ভূমিহীনদের দাবি উত্থাপন

এদিকে ইতোমধ্যে আমানুল্লাহ ইউনিয়নে সরকারের কৃষি ভর্তুকির কার্ড বিতরণ শুরু হয়ে গেলে ভূমিহীন সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় কৃষি কার্ড বিতরণের জন্য কৃষক যেসব বাছাই করা হয়েছে, প্রথমে তারা তা যাচাই করবে।

২০১০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কৃষি কার্ড বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধনের জন্য আমানুল্লাহ ইউনিয়ন পরিষদ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। সরকারি কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার লোকজন এতে অংশ নেয়। উদ্বোধনী ভাষণের পর ভূমিহীন সমিতির সদস্য শাহ আলম দাবি তোলেন কৃষি কার্ড পাওয়ার যোগ্য কৃষকদের কিভাবে মনোনীত করা হবে তা সবাইকে জানানো হোক।

শাহ আলম আরো জানতে চান–

১) খসড়া তালিকাটি সবার সামনে প্রকাশ করা হবে কিনা?

২) সবার মতামত নিয়ে এটি চূড়ান্ত করা হবে কিনা?

৩) কার্ড পেতে কৃষকদের টাকা দিতে হবে কিনা?

সভায় উপস্থিত সবাই এ দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কার্ড বিতরণ সম্পর্কে বলেন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রথমে কৃষক বাছাই করবেন। উত্থাপিত প্রস্তাবসহ খসড়া তালিকাটি পাঠানো হবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে। এরপর উপজেলা পরিষদের ইস্যু করা কার্ডগুলো কৃষকদের কাছে বিতরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের কাছে পাঠানো হবে। কৃষকরা সেখান থেকে কার্ড সংগ্রহ করবেন। এ জন্য তাদের কোনো অর্থ দিতে হবে না।

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের নামে অবৈধভাবে টাকা দাবি

কিন্তু কৃষকরা পরে আমানুল্লাহ ইউনিয়ন পরিষদে গেলে ইউপি সচিব তাদের কাছ থেকে কার্ডের জন্য ২০ টাকা করে দাবি করেন। এই টাকা চাওয়ার কথা শিগগিরই সবার মধ্যে জানাজানি হয়। ভূমিহীন সমিতি এ বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। সমিতির নেতৃত্বে ২৮ অক্টোবর চারশোর বেশি নারী-পুরুষ ইউনিয়ন পরিষদে সমবেত হন। সচিব জানান, ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতেই কার্ডের জন্য ২০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। সমবেতরা বলেন, বাজেটে ও সরকারি বিধানে ২০ টাকা আদায়ের কোনো কথা লেখা নেই।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

পরে সবার হৈচৈ-এর মুখে চেয়ারম্যান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ তার নিজস্ব আয় হিসাবে কার্ডপ্রতি ২০ টাকা দাবি করতে পারে না। পরিষদের আয়ের উৎস সরকারের বিধান দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে। আমরা আমাদের আয় বাড়ানোর জন্য ২০ টাকা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কারণ উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট নয়। তবে আমাদের উচিত ছিল আপনাদের সঙ্গে আগে আলাপ করা। আমরা তা করিনি। এটা আমাদের একটা বড় ভুল। আমরা এ জন্য দুঃখিত। আগামীতে আর এরকম হবে না। আমি কথা দিচ্ছি এখন থেকে আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সবাই মিলে কাজ করব।

ফলাফল ও শিক্ষণীয় বিষয়

ভূমিহীনরা ইউনিয়ন পরিষদের দেওয়া তথ্য চ্যালেঞ্জ করেছিল। এর ফলে তিন কৃষক পরিবার ঘুষ না দিয়ে কার্ড পেতে সক্ষম হয়। ভূমিহীনরা বুঝতে পারে এককভাবে আবেদন করলে তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও তথ্য প্রাপ্তির জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা প্রয়োজন।

অধিবেশন ৪

একনজরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এই আইনের আওতায় তথ্যপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত বিধিমালা

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা–

- বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর অন্তর্গত ৮টি অধ্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং অধ্যায়গুলোর মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রণীত তথ্য অধিকার বিধিমালা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়

- বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর অন্তর্গত ৮টি অধ্যায়;
- তথ্যপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত বিধিমালা।

পদ্ধতি

প্রশ্নোত্তর, পাঠচক্র বা দলীয় আলোচনা

উপকরণ

মার্কার, চার্টপেপার, ফ্ল্যাশকার্ড বা ফেস্টুন, পাঠ উপকরণ

সময়: ১৩৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ ১

অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা এবার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর বিধিমালা নিয়ে এ অধিবেশনে আলোচনা করবো। এ-পর্যায়ে তাদের কাছে জানতে চান– আপনারা কেউ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ দেখেছেন বা পড়েছেন কিনা? কয়েকজনের কাছে শুনুন। যদি অংশগ্রহণকারীদের পড়া থাকে, তাহলে তাদের কাছে আইনটি সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে চান। আর যদি কারো জানা না থাকে বা কারো আইনটি পড়া হয়নি, তাহলে আইনের মূল দিকগুলো নিয়ে প্রস্তুতকৃত চার্টপেপার বা (স্লাইড-৪.১) প্রদর্শন করুন।

বলুন, এই আইনটি ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত একটি আইন যা ১ জুলাই ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। এবার (স্লাইড-৪.১.১) চার্টপেপার প্রদর্শন করে একে একে এটি প্রণয়ণের তারিখ, আইনে অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়, অধ্যায়ে বর্ণিত বিশেষ দিকগুলো নিয়ে ধারণা দিন। সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদানের পর অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলকে ২টি অধ্যায় নিয়ে আলোচনার অনুরোধ করুন। বলুন, দলে আপনারা অধ্যায়ে অর্ন্তুক্ত মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করবেন এবং আপনাদের দলীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি অধ্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেবার চেষ্টা করবো। এ পর্যায়ে দলের কাজ ও সময় আবারও স্মরণ করিয়ে দিন।

ধাপ ২

দলীয় কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। দলের উপস্থাপনা থেকে যে বিষয়গুলো উঠে আসবে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। এখানে প্রয়োজনে আটটি অধ্যায়ের ওপর প্রস্তুতকৃত (স্লাইড-৪.২) ফ্ল্যাশকার্ড বা ফেস্টুন প্রদর্শনের মাধ্যমে আরও বিস্তারিত আলোচনা করুন যাতে সবার ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং তারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা অর্জন করেন।

ধাপ ৩

বলুন, আইনের আটটি অধ্যায় সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ ধারণা নিলাম। এবার আমরা তথ্যপ্রাপ্তিসংক্রান্ত তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ সম্পর্কে জানবো। বলুন, আমরা যারা মানবাধিকার এবং তথ্য অধিকার নিয়ে সরাসরি কাজ করি, তাদের এই বিধিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকা জরুরি। যদি বিধিমালা সম্পর্কে না জানি, তাহলে এর ব্যবহারিক দিকগুলোও আমাদের অজানা থেকে যাবে। এ পর্যায়ে স্লাইডে তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ -এর মূল বিষয় এবং বিধিমালায়, প্রবিধান (স্লাইড-৪.৩) অন্তর্ভুক্ত ৪টি ফরম একে একে উপস্থাপন করুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করুন। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আপনারা কি আইনের ৮টি অধ্যায়ের সাথে বিধিমালার সম্পর্ক বুঝতে পারছেন? কয়েকজনের কাছে শুনুন। অংশগ্রহণকারীদের কথা শুনে ধারণা নিন যে, তারা আইনের বিভিন্ন অধ্যায় এর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিগুলোর সম্পর্ক ধরতে পেরেছেন।

সারসংক্ষেপ

বলুন, আমরা এতক্ষণ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এর বিধিমালা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করলাম। তবে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, আইনে অন্তর্ভুক্ত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, তথ্য প্রাপকের করণীয়, তথ্য না পেলে আপিল-অভিযোগ ইত্যাদি নিয়ে পরবর্তী অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এ পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

প্রশিক্ষণ উপকরণ

স্লাইড-৪.১

একনজরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সম্পূর্ণ নাম 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন'।
- এটি ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ২০তম আইন।
- বিশ পৃষ্ঠার এই আইনে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে।
- আইনের মাধ্যমে তথ্য লেনদেনে তিনটি পক্ষ চিহ্নিত হয়েছে: প্রথম পক্ষ বা তথ্য চাহিদাকারী, দ্বিতীয় পক্ষ বা তথ্য প্রদানকারী, তৃতীয় পক্ষ বা তথ্য ধারণকারী, যার কাছ থেকে দ্বিতীয় পক্ষ তথ্য সংগ্রহ করে প্রথম পক্ষকে দেয়।
- আইনে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যেকোনো তথ্যপ্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- এই আইন দ্বারা সরকারের ৮টি প্রতিষ্ঠানের গোয়েন্দা ইউনিটকে (সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে নয়) তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- এই আইনে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে।
- ২০টি পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া নোটশিটকে তথ্যের সংজ্ঞার বাইরে রাখায় অনেক সিদ্ধান্ত জানা যাবে না।
- এই আইনের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে।
- তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা সমস্যা সৃষ্টির জন্য শাস্তি হিসেবে জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিপূরণ ও বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- এই আইনে তথ্য প্রদানের ব্যাপারে তথ্য কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। তবে সংবিধানের ১০২ ধারা অনুসারে যেকোনো সংক্ষুব্ধ নাগরিক উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করতে পারবে।
- এই আইনের ৮, ২৪ ও ২৫ ধারা ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে কার্যকর। এগুলো ছাড়া অন্যান্য ধারাগুলো ২০ অক্টোবর ২০০৮ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

স্লাইড-৪.১.১

একনজরে তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯-এর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ৩৩-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে, তথ্য অধিকার বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম: এই বিধিমালা তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ নামে অবিহিত হবে।

প্রণয়নের তারিখ: ১ নভেম্বর ২০০৯।

১. **তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধের আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাপ্তি স্বীকার:** কোনো ব্যক্তি তথ্যপ্রাপ্তির জন্য ফরম 'ক' অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ইমেইলে আবেদন করতে পারিবে।

২. **তথ্য প্রদান:** (১) বিধি ও ৩ এর উপ-বিধি (১)-এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ তথ্য প্রদানের তারিখ এবং সময় উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে এ-সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তকর্তা উক্ত ইউনিট বা কর্তৃপক্ষকে এ-সম্পর্কে লিখিত নোটিশ প্রদান করবেন।

একনজরে তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯-এর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

৩. **তথ্য সরবরাহে অপারগতা:** ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩)-এর বিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তকর্তা কোনো কারণে আবেদনকারীর প্রার্থিত তথ্য সরবরাহে অপারগ অথবা ধারা ৯-এর উপ-ধারা (৯)-এর বিধান অনুযায়ী আংশিক তথ্য সরবরাহে অপারগ হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কমকর্তা আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ফরম 'খ' অনুযায়ী এ বিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

৪. **আপিল আবেদন ইত্যাদি:** আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ফরম 'গ' অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল করবেন।

৫. **ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তি:** আইনের অধীন তথ্যপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, ইন্টারনেট সংযোগ সার্বক্ষণিক সচল রাখবে যাহাতে জনসাধারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদনপত্র দাখিল এবং তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

৬. **তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ, ইত্যাদি:** (১) ফরম 'ঘ' অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের নির্ধারিত মূল্য প্রদান করতে হবে।

স্লাইড-৪.২

একনজরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর অন্তর্ভুক্ত আটটি অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

- সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
- সংজ্ঞা
- আইনের প্রাধান্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

- তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রকাশ
- কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়
- তথ্যপ্রদান পদ্ধতি

তৃতীয় অধ্যায়

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

চতুর্থ অধ্যায়

- তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, তথ্য কমিশনের গঠন, তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, বাছাই কমিটি
- প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ ইতাদি
- প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগনের অপসারণ
- তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি
- তথ্য কমিশনের সভা

পঞ্চম অধ্যায়

- তথ্য কমিশন তহবিল
- বাজেট, তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

একনজরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর অন্তর্ভুক্ত আটটি অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

- তথ্য কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি

সপ্তম অধ্যায়

- আপিল নিস্পত্তি ইত্যাদি, অভিযোগ দায়ের, নিস্পত্তি ইত্যাদি
- প্রতিনিধিত্ব, জরিমানা ইত্যাদি এবং মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

অষ্টম অধ্যায়

- তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
- কতিপয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নহে
- বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা, অস্পষ্টতা দূরীকরণ, মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ, রহিতকরণ ও হেফাজত।

স্লাইড-৪.৩

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,
....,
.... (নাম ও পদবী)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ ....
পিতার নাম ঃ ....
মাতার নাম ঃ ....
বর্তমান ঠিকানা ঃ ....
স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....
ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ ....
২। কি ধরনের* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ ....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি)/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি ঃ ....
৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....

আবেদনের তারিখ ঃ ....

____
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য

ফরম 'খ'
[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]
তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ ....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

বিষয় ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা ঃ–

১। ....
....।

২। ....
....।

৩। ....
....।

(...........................)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবী
দাপ্তরিক সীল

ফরম 'গ'
আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,
....,
.... (নাম ও পদবী)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ ....

২। আপীলের তারিখ ঃ ....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ ....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ ....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ ....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ ....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ ....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ ....

আবেদনের তারিখ ঃ ....

____
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'
[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]
তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা ঃ–

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনা মূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্যে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

ফরম 'ক'
অভিযোগ দায়েরর ফরম
[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ ....
২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ ....
৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ ....
৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ ....
৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে) অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ ....
৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ ....
৭। অভিযোগের উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের কর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক যোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম 'খ'
[প্রবিধান ৫(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য কমিশন
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন

প্রতি তারিখ ঃ ....

....
....
....

যেহেতু অভিযোগকারী .... (নাম ও ঠিকানা) .... আপনার/ আপনাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর অধীন .... নং অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়টি নিষ্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে, সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে আগামী .... তারিখ .... ঘটিকায় তথ্য কমিশন অফিসে হাজির হইয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আনীত অভিযোগের (অভিযোগের কপি সংযুক্ত) জবাব দাখিল এবং শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমন জারী করা হইল।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি/আপনারা অনুপস্থিত থাকিলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অভিযোগ শুনানী করিয়া নিষ্পত্তি করা হইবে।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে,
কমিশনের সীলমোহর (কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর)

ফরম 'গ'
[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং ....।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....
২। অভিযুক্তের নাম ঠিকানা ঃ ....
৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে ঃ ....
৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা) (কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ ....
৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ ....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে
নেপাল চন্দ্র সরকার
সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা–

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে অবগত হবেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবেন।

আলোচ্য বিষয়

- তথ্য অধিকারের সাথে জড়িত পক্ষসমূহ;
- তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও তথ্য প্রদানকারী ইউনিট;
- আপিল কর্তৃপক্ষ;
- আপিল ও অভিযোগের মধ্যে পার্থক্য;
- আপিল কী, কোথায়, কীভাবে ও কত সময়সীমার মধ্যে করতে হবে;
- তথ্য কমিশনের গঠন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি -সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী;
- অভিযোগ কী, কোথায়, কীভাবে ও কত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ করতে হবে;
- আইন ও বিধি অনুযায়ী তথ্য চেয়ে আবেদনের প্রক্রিয়া।

পদ্ধতি

কেসস্টাডি, প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শন

উপকরণ

মার্কার, চার্টপেপার, পাঠ উপকরণ

সময়: ১৯৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ ১

বলুন, আমরা আগের অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও তথ্যপ্রাপ্তির জন্য তথ্য অধিকার বিধিমালা সম্পর্কে একনজরে জেনেছি। এবার আমরা এ আইনের আলোকে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জানব। বলুন, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী একজন নাগরিক হিসেবে আপনি যখন কোনো তথ্য নিতে যাবেন, তখন আপনার জানতে হবে কোথায় আপনি এই তথ্য পাবেন? তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও তথ্য প্রদানকারী ইউনিট কারা ইত্যাদি? এ সম্পর্কে কয়েকজনের মতামত শুনুন এবং জানুন যে এ বিষয়ে তাদের পূর্বধারণা আছে কিনা।

বলুন, আমরা আইন অনুযায়ী এর যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও তথ্য প্রদানকারী ইউনিটগুলো সম্পর্কে দেখে নিই। এ পর্যায়ে (স্লাইড-৫.১) চার্টপেপারে আলোচনা করুন।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তথ্য অধিকারের তিনটি পক্ষ

এখানে স্বাভাবিক অবস্থায় তথ্য অধিকারের তিনটি পক্ষকে পরিচয় করিয়ে দিন। বলুন, নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান যারা তথ্য চাচ্ছেন তারা এখানে প্রথম পক্ষ, যারা তথ্য প্রদানকারী তারা দ্বিতীয় পক্ষ এবং যারা তথ্য ধারণকারি তারা তৃতীয় পক্ষ। উল্লেখ কররুন, বাংলাদেশের বাস্তবতায় তথ্য অধিকারের বিষয়টি তিন পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

তথ্য অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারসমূহ

বলুন, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য আদায়ের ক্ষেত্রে নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে সংক্ষুব্ধ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংক্ষুব্ধ নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান যার কাছে গিয়ে প্রতিকার চাইতে পারেন, তাকে বলা হয় আপিল কর্তৃপক্ষ। যেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শাখা বা বিভাগ নেই, সেক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক প্রধানই আপিল কর্তৃপক্ষ। যেখানে তথ্যপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের শাখা বা বিভাগ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন আপিল কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট (স্লাইড-৫.১.১) (প্রশিক্ষণ উপকরণ দ্রষ্টব্য) তুলে ধরে আলোচনা করুন।

বলুন, সংবিধানের ১০২ ধারা অনুসারে নাগরিক যেকোনো বিষয়ে আদালতে রিট আবেদন করতে পারে। সে হিসেবে তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ হলে আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং আদালতও তথ্য অধিকারের একটি পক্ষ।

বলুন, তাহলে স্বাভাবিক অবস্থার তিনটি পক্ষের সাথে আরও পাঁচটি অংশীদার রয়েছে তথ্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে।

বলুন, এবার আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু থেকে তথ্য অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্পর্কে ধারণা নেব। বলুন, ভূমিহীনদের খাসজমি প্রাপ্তির অধিকার বাংলাদেশে আইন দ্বারা স্বীকৃত। অথচ বাংলাদেশের সিংহভাগ খাসজমি প্রভাবশালীদের দখলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমিহীনরা খাস জমির দখল পেলেও সাধারণত তা একসনা করা হয়। অনেক সময় বন্দোবস্তের দলিল উদ্দেশ্যমূলকভাবে গায়েব করে ভূমিহীনদের উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দলিলের কপি পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তথ্য চাহিদাকারী হলো ভূমিহীন জনগোষ্ঠী (প্রথম পক্ষ)। তথ্যপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হলো স্থানীয় ভূমি অফিস (দ্বিতীয় পক্ষ)। এক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই।

বলুন, তবে ভূমিহীন জনগোষ্ঠী সংগঠিত হলেও তাদের পক্ষে এককভাবে ভূমি অধিকার আদায় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ভূমিহীনদের অধিকার নিয়ে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃত অংশীদার। যেমন, নিজেরা করি বা এএলআরডি। গণমাধ্যম বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া ভূমি বন্দোবস্তের অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে নীতি -নর্ধারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

বলুন, ধরে নেয়া হলো, স্থানীয় ভূমি অফিস দলিলের কপি প্রদানে অস্বীকৃতি জানাল। সেক্ষেত্রে ভূমিহীনরা বা তাদের সহযোগী সংগঠন জেলা প্রশাসকের কাছে যেতে পারে। জেলা প্রশাসক এখানে আপিল কর্তৃপক্ষ। যদি জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে ভূমিহীনরা তথ্য কমিশনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অভিযোগ করতে পারে। তথ্য কমিশন সুরাহা না করলে যদিও তথ্য অধিকার আইনে আদালতে যাওয়ার সুযোগ নেই, তবে খাসজমি বন্দোবস্ত আইনের অধীনে তারা আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনাটি সুস্পষ্ট করার জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট চিত্রটি ব্যবহার করুন।(স্লাইড-৫.১.২ ও ৫.১.৩)

ধাপ ২

বলুন, এবার আমরা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে জানবো। বলুন, তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ (সরকারি ও বেসরকারি) আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করবে। প্রতিটি কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কাজ হলো তথ্য গ্রহীতাকে কত সহজে এবং কত কম খরচে (সম্ভব হলে বিনামূল্যে) তথ্য প্রদান ও প্রদর্শন করা। তথ্য অধিকার আইনে সাত ধরনের তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ‘কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ। এ পর্যায়ে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সারণীটি প্রদর্শন এবং আলোচনা করুন। (স্লাইড-৫.২ ও ৫.২.১)

ধাপ ৩

আপিল কর্তৃপক্ষ

এ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে আপিল কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরুন। বলুন, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য চাহিদাকারী যদি আপিল করতে চায়, তাহলে তাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে। ফলে এ আইনে আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হয়েছে। বলুন– (স্লাইড-৫.৩)

'আপিল কর্তৃপক্ষ' ধারা ২ (ক) অর্থ হলো

- কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা
- কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান ।

আপিল কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে নিচের দুটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন ও (স্লাইড-৫.৩.১ ও ৫.৩.২) ব্যবহার করুন।

উদাহরণ ১

যেমন, বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন। কোনো তথ্য চাহিদাকারী যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে তথ্য না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে তাকে আপিল করতে হবে বোর্ডের উর্ধ্বতন কার্যালয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিবের কাছে (প্রশাসনিক প্রধান)। তথ্য চাহিদাকারী যদি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে তথ্য চেয়ে সংক্ষুব্ধ হন, তাহলে আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী।

উদাহরণ ২

যেমন খাসজমি চাহিদাকারী কোনো ভূমিহীন ব্যক্তি যদি তথ্য চেয়ে না পান এবং সংক্ষব্ধ হয়ে আপিল করতে চান, তাহলে তাকে আপিল করতে হবে জেলা প্রশাসকের কাছে। এক্ষেত্রে 'জেলা প্রশাসক' হলেন আপিল কর্তৃপক্ষ।

এবার আপিল কর্তৃপক্ষের সাধারণ কার্যবিধিগুলো উল্লেখ করুন।

- আপিল কর্তৃপক্ষ দেখবেন, আইনানুযায়ী নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে (তথ্য না পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে) তথ্যগ্রহীতা আপিল আবেদন করেছেন কিনা। সময়সীমার মধ্যে থাকলে আপিল গ্রহণ করা।
- আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেনি, তাহলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপিল আবেদন গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে আইনের চোখে তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না।
- আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদনপ্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপিল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

আপিল কর্তৃপক্ষ যদি আপিলটিকে গ্রহণযোগ্য না মনে করেন তাহলে আবেদনপ্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপিল আবেদনটি খারিজ করে দিবেন এবং লিখিতভাবে আবেদনকারীকে কারণ উল্লেখ করে জানাবেন।

এখানে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কর্তৃপক্ষ, তৃতীয় পক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য কমিশনের মধ্যে সাধারণ পার্থক্যসমূহ একটি সারণীর মাধ্যমে (প্রশিক্ষণ উপকরণ দ্রষ্টব্য) একনজরে তুলে ধরুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিন।

ধাপ ৪

এবার অংশগ্রহণকারীদের কাছে আপিল ও অভিযোগের তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরুন। সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান তারা আপিল ও অভিযোগের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করেন। কয়েকজনের কাছে শুনুন এবং পরে স্লাইড-৫.৪ (প্রশিক্ষণ উপকরণ দ্রষ্টব্য) পার্থক্যটি তুলে ধরুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বাড়ি ৪৭, রোড ৩৫/এ, গুলশান-২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

টেলিফোন: +৮৮-০২-৯৮৫০২৯১-৪, ৯৮৯৩৯১০,

৯৮৮৮৪৬৯, ৯৮৮৬৩০৩, ৯৮৯০১১১, ০১৭১৪০০৭৬৬৩

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৫০২৯৫, ওয়েব: www.manusher.org

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯